স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকাঃ মানিকগঞ্জ জেলার উপয় একটি সমীক্ষা।

(The Role of Elected Women Member of Union Council in The Decision Making Process and Local Level Politics: A Case Study on Manikganj District.)

এম . ফিল থিসিস

৪৪৮৯০০

GIFT

সেলিনা আক্তার
রেজিস্ট্রেশন নং-২১৮(৯৭-৯৮)

তত্ত্বাবধায়ক ঃ
ডঃ তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী
প্রফেসর , রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
448900

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা , বাংলাদেশ ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

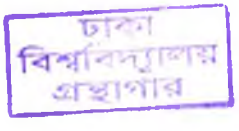

স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকাঃ মানিকগঞ্জ জেলার উপর একটি সমীক্ষা।

(The Role of Elected Women Member of Union Council in The Decision Making Process and Local Level Politics : A Case Study on Manikganj District.)

৫৫৪৯০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত থিসিস

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সেলিনা আক্তার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র
(DECLARATION)

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করা যাচ্ছে যে , অত্র থিসিস এ পত্র পত্রিকা , জার্নাল এবং বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ থেকে যে সমস্ত তথ্য নেয়া হয়েছে , তা পাদটিকায় উল্লেখ করা হয়েছে । উল্লেখিত অংশ ব্যতীত বর্তমান থিসিসের বাকী সমস্ত অংশ গবেষকের নিজের । এই থিসিসের সম্পূর্ন অংশ কিংবা অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম . ফিল ডিগ্রী বা পি . এইচ .ডি ডিগ্রী কিংবা সমমানের কোন ডিগ্রী প্রদানের জন্য জমা দেয়া হয়নি ।

৫৫৪৭৮৮

তাসনিম সিদ্দিকী
১/৪/১০

(ডঃ তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেলিনা আক্তার
০১/০৪/২০১০

(সেলিনা আক্তার)
এম . ফিল গবেষক
রেজি নংঃ২১৮ (৯৭-৯৮)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ
(PREFACE)

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ । স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ ভুমিকা রয়েছে । ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি তিনটি ওর্য়াডের জন্য একটি করে মোট তিনটি সদস্য পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রেখে উক্ত পদ গুলো সরাসরি জনগনের ভোটে নির্বাচনের বিধান করা হয় । এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে মহিলা সদস্যদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও নেতৃত্ব প্রদানের সার্মথ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । প্রস্তাবিত গবেষনায় বিষয়টির তাত্তিক বিশ্লেষনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহন এবং তা পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
(ACKNOWLEDGEMENT)

বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ সমুহে প্রায় ১৩ হাজার নিবার্চিত মহিলা সদস্য রয়েছে । এসব মহিলা সদস্য ইউনিয়ন পরিষদকে একটি জন প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠানে রূপদান করতে চেষ্টা করছে । স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহনের বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ তাসনিম সিদ্দিকী এর সাথে যোগাযোগ করি । তিনি এ সম্পর্কে কাজ করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন এবং আমার এম . ফিল গবেষনা কর্মের 'গবেষণা তত্বাবধায়ক' থাকার সদয় সম্মতি প্রদান করেন । প্রসেফর ডঃ তাসনিম সিদ্দিকী এর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এবং সার্বিক সহযোগিতার প্রেক্ষিতে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে । আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ । আমি আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার এম . ফিল কোর্স এর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান, প্রফেসর ডঃ নজরুল ইসলাম, প্রফেসর ডঃ মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, প্রফেসর ডঃ আতাউর রহমান এর প্রতি যাদের শিক্ষা আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে । কৃতজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করছি ২০০২- ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ জেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যান, পুরুষ মেম্বার এবং মহিলা মেম্বারদের প্রতি, যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে সাক্ষাৎকার দিয়ে আমার গবেষণা কর্মটি সমৃদ্ধ করেছেন । কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি, যাদের মতামত আমার গবেষণা কর্মে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে । এ ছাড়াও মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষক সহ সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি যারা অত্র গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আমাকে সহায়তা করেছেন, তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

সেলিনা আক্তার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	১- ৫
	গবেষণার তাৎপর্য	৫- ৬
	গবেষণার পরিধি	৬ -৭
	আনুষাঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা	৭- ৯
	গবেষনার উদ্দেশ্য	১০-১২
	অনুমিত সিদ্ধান্ত	১২
	গবেষণা পদ্ধতি	১২-১৪
	গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামো	১৪-১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	সিদ্ধান্ত গ্রহন মুলক মতবাদ এবং রাজনীতি সম্পর্কিত ধারনা ঃ	
	সিদ্ধান্ত গ্রহন মুলক মতবাদ	১৬-১৭
	সিদ্ধান্ত গ্রহন মুলক মতবাদ কি ?	১৭-২০
	সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার উপাদান	২০-২৬
	সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের মডেল	২৬-৩০
	রাজনীতি সম্পর্কিত ধারনা	৩১-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায়	ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং আইনগত কাঠামো	
	ভূমিকা	৩৪-৩৫
	ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাশ	৩৫-৩৯
	ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী	৩৯-৪৯
	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পুরুষ / মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৫০-৫১
	ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৫১-৫২
	ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন আসনের মেম্বারদের (পুরুষ মহিলা) দায়িত্ব ও কর্তব্য	৫২-৫৪
	সাধারন ও সংরক্ষিত আসনের মেম্বারদের যৌথ দায়িত্ব	৫৪-৫৬
	ইউনিয়ন পরিষদের সভা সমূহ	৫৬-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয়	ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহ	৫৮-৬২
	ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন, সভা পরিচালনা.	
	সিদ্ধান্ত গ্রহনের বিধানাবলী	৬৩-৬৬
	ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল গঠন ও আয়ের উৎস সমূহ	৬৭-৭১
	উপসংহার	৭২-৭৩
চতুর্থ অধ্যায়	ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে মহিলা মেম্বারদের অংশগ্রহনের স্বরূপ ঃ	
	ভূমিকা ঃ	৭৪-৭৫
১. মহিলা মেম্বারদের বৈবাহিক অবস্থা ঃ		৭৫-৭৬
২. মহিলা মেম্বারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ		৭৬-৭৭
৩. মহিলা মেম্বারদের নিজের এবং স্বামীর পেশা ঃ		৭৭-৭৮
৪. মহিলা মেম্বারদের মাসিক আয় ঃ		৭৮-৭৯
৫. মহিলা মেম্বারদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস ঃ		৮০

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্থ

৬. মহিলা মেম্বারদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ঃ ৮১-৮২

৭. মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ ৮২-৮৩

৮. ইউনিয়ন পরিষদের সভায়
মহিলা মেম্বারদে অংশগ্রহন ঃ ৮৩-৮৪

৯. ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলা মেম্বারদের
মতামত প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন ঃ ৮৫-৮৭

১০. ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্প বাছাই
এবং প্রকল্পে দায়িত্ব পালন ঃ ৮৭-৮৮

১১. বিচার বিষয়ক দায়িত্ব পালন ঃ ৮৮-৯০

১২. রাজনীতিতে অংশগ্রহন ঃ ৯০-৯১

১৩. স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক ঃ ৯১-৯২

১৪. সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকাঃ ৯২-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায়	স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা মেম্বারদের ভূমিকা:	৯৪-৯৯
	উপসংহার	১০০-১০৭
	তথ্যপঞ্জী	১০৮-১১১

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সমূহের তালিকা ঃ

সারণী নং	সারণী শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	মহিলা মেম্বারদের বৈবাহিক অবস্থা	৭৫
২.	মহিলা মেম্বারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৭৬
৩.	মহিলা মেম্বারদের পেশা	৭৭
৪.	মহিলা মেম্বারদের স্বামীর পেশা	৭৮
৫.	মহিলা মেম্বারদের মাসিক আয়	৭৯
৬.	মহিলা মেম্বারদের নির্বাচনী ব্যয় এর উৎসঃ	৮০
৭.	মহিলা মেম্বারদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া	৮১
৮.	চেয়ারম্যান /মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারনা	৮৩
৯.	ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলা মেম্বারদের অংশগ্রহন	৮৪
১০.	ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলা মেম্বারদের মতামত প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন	৮৬
১১.	ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্প বাছাই এবং প্রকল্পে দায়িত্ব পালন	৮৮
১২.	বিচার বিষয়ক দায়িত্ব পালন	৮৯
১৩.	মহিলা মেম্বারদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন	৯১
১৪.	স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক	৯২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ক

ক. সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মহিলা মেম্বার , পুরুষ মেম্বার, চেয়ারম্যান , স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের তালিকা ১১২-১১৬

পরিশিষ্ট-খ

খ. নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নের নমুনা ১১৭ – ১৩৯

পরিশিষ্ট-গ

গ. চেয়ারম্যান / পুরুষ মেম্বারদের সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নের নমুনা ১৪০-১৫৪

পরিশিষ্ট-ঘ

ঘ. স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নের নমুনা ১৫৫-১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্বমুলক গণতান্ত্রিক কাঠামোয় পরিচালিত একটি দেশ । কিন্তু গণতন্ত্রের অন্যতম একটি পূর্ব শর্ত হচ্ছে - ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিকের অংশগ্রহন । কিন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহন আশানুরূপ হচ্ছে না। ফলে অনেকে মনে করেন যে, বাংলাদেশে গনতন্ত্র সুদৃঢ় মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যর্থ হচ্ছে। স্বাধীনতার পর জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহন খুবই সীমিত ছিল। 'এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সরাসরি ভোটে নির্বাচনে মোট ১১ জন মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন'।[১]

উল্লেখ্য যে, ' উক্ত ১১ জন মহিলা সংসদ সদস্যের মধ্যে কোন কোন মহিলা সদস্য একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং স্বীয় ভাবমূর্তির কারনে জয়লাভও

---

১. নারী ও উন্নয়ন, নারী বার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন '।[২] তাছাড়া জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোতে মহিলা সদস্যরা অন্যান্য সংসদ সদস্যের মাধ্যমে পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ইউনিয়ন পরিষদের মত স্থানীয় সংস্থা গুলোতে মহিলাদের অংশগ্রহণে সুযোগ ছিলনা বললেই চলে। '১৯৫৬ সালের পূর্বে মহিলাদের স্থানীয় সংস্থা গুলোতে ভোটদানের অধিকার ছিল না। ১৯৫৬ সালে প্রথম সার্বজনীন ভোটদান চালু হওয়ার পর মহিলারা ভোটদান করতে সমর্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন মহিলা প্রতিনিধি মনোনীত করার বিধান চালু হয়। মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক উক্ত ২জন মহিলা সদস্য মনোনীত হতেন।' [৩] পরবর্তীতে '১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে এই সংখ্যা তিন (৩) এ উন্নীত করা হয়।'[৪] অর্থ্যাৎ ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে মনোনীত মহিলা সদস্যদের সংখ্যা তিন (৩) জন করা হয় এবং ' এই ৩ জন

---

২. নারী ও উন্নয়ন , প্রাগুপ্ত ।

৩. মোজাম্মেল হক , এবং কে, এম, মহিউদ্দীন, ইউনিয়ন পরিষদে নারী: পরিবর্তশীল ধারা, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ২০০০, পৃ-১৩

৪. গাজী শামসুর রহমান , প্রশাসনিক আইনের ভাষ্য , বাংলা একাডেমী ১৯৯৭, পৃ- ৩৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা সদস্য নিজ নিজ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হতেন।'[৫] পরবর্তীতে '১৯৯৩ সাল থেকে এই তিন (৩) জন মহিলা সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মেম্বারদের দ্বারা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হয়।'[৬] এবং এই বিধান ১৯৯৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল।ফলে 'দেখা গেছে ইউনিয়ন পরিষদের মনোনীত মহিলা সদস্যরা অধিকাংশই এলিট গ্রুপ থেকে মনোনীত হতেন।' [৭] তাছাড়া এটাও দেখা গেছে যে, 'মনোনীত মহিলা সদস্যেদের অধিকাংশই চেয়ারম্যান মেম্বারদের আত্মীয় স্বজন থেকে মনোনীত হতেন'। [৮] ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মনোনীত মহিলা সদস্যের পক্ষে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা কিংবা সিদ্ধান্ত প্রদান করা কঠিন ছিল। কিন্তু ১৯৯৭ সালের পর এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়।

---

৫. মোজাম্মেল হক এবং কে ,এম ,মহিউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩

৬. গাজী শামসুর রহমান , প্রাগুপ্ত পৃ- ৩৪৫

৭. Qudir, S.R. and Islam, M. "Women Representatives at the Union Level as Change Agent in Development, Women For Women, Dhaka, 1987.

৮. Salahuddin Khaleda, 'Women's Political Participation' Bangladesh, Women For Women, Dhaka- 1995, P-10.

Dhaka University Institutional Repository

'১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে দেশে প্রথমবারের মত ইউনিয়ন গুলোকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে প্রতি ইউনিয়নে মোট ৩ জন মহিলা মেম্বার সরাসরি জনগনের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হয়। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ১২,৮৯৪ টি মহিলা মেম্বার পদের জন্য মোট ৪৪,১৩৪ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন '।[৯] অনুরূপ ভাবে '২০০২ সনের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলা মেম্বার পদে পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।'[১০] অতএব দেখা যাচ্ছে, মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে । কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা প্রকৃতপক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন তথা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে এখনো পর্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না কিংবা ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না বলে অনেকেই অভিযোগ করেন । '১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ১০৮ জন মহিলা সদস্যের

---

৯. দৈনিক ইনকিলাব, ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং।

১০. দৈনিক প্রথম আলো, ১২ই মে ১৯৯৯ ই

Dhaka University Institutional Repository

উপর পরিচালিত এক গবেষণা সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৭৩.২১ শতাংশ মহিলা সদস্য সপ্তাহে ১ থেকে ২০ ঘন্টা সময় ইউনিয়ন পরিষদের কাজে ব্যয় করেন। ৫০ শতাংশ সদস্য কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ১৩.৩৯ শতাংশ সদস্য নিজ ইচ্ছায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৩ শতাংশ সদস্য স্বামীর ইচ্ছায় এবং ৪.৪৫ শতাংশ সদস্য পরিবারের ইচ্ছায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, ২১.৪৪ শতাংশ সদস্য তাদেরকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারনে ইউনিয়ন পরিষদের সভায় কোন সমস্যা উপস্থাপন করতে পারেননি। ৫৩.৫৮ শতাংশ সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ত্রাণ ও উন্নয়ন খাতে অংশগ্রহণ করেননি।' [১১] উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের অংশ গ্রহনের বিষয়টি মূল্যায়নের অবকাশ রাখে।

প্রস্তাবিত গবেষণার তাৎপর্যঃ

বিশ্বব্যাপী নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহন যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কতটুকু করছে

---

১১. ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের ভূমিকাঃ সমস্যা ও সম্ভবনা। দৈনিক প্রথম আলো, ১৯শে জুলাই ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

তা পর্যালোচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে আর কোন নির্বাচনেই মহিলাদের জনগনের ভোটে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাইএর জন্য ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের সুযোগ দানের পাশাপাশি ক্ষমতায়নের প্রাথমিক ধাপে উত্তোরনের সুযোগ দিয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের ক্ষেত্রে কতটুকু সফল হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে তা চিহ্নিত করে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে এসে দিক নির্দেশনা প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলাদের কর্মকান্ডের উপর নির্ভর করছে জাতীয় পর্যায়ে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহনের বিষয়টি। সুতরাং এ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত গবেষনা তাৎপর্যের দাবী রাখে।

প্রস্তাবিত গবেষনার পরিধি ঃ

প্রস্তাবিত গবেষনায় ইউনিয়ন পরিষদেও নির্বাচিত মহিলা সদস্যের স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের অভিজ্ঞতার উপর আলোকপাত করা হবে। এ গবেষনায় মূলত ২০০২ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ জেলার মোট ৭টি উপজেলা তথা সদর উপজেলা,

Dhaka University Institutional Repository

ঘিওর উপজেলা, শিবালয় উপজেলা, সিঙ্গাইর উপজেলা, দৌলতপুর উপজেলা, সাটুরিয়া উপজেলা এবং হরিরামপুর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের মোট ৩০ জন মহিলা মেম্বার, ১৪ জন পুরুষ মেম্বার, ৬ জন চেয়ারম্যান এবং ১০জন গন্যমান্য ব্যক্তি সহ মোট ৬০ জন এর উপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় উক্ত সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা মেম্বার গন অংশগ্রহন করছে কিনা করলে কতটুকু ? এ ধরনের অংশ গ্রহনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা? এসব প্রতিবন্ধকতার জন্য কারা কতটুকু দায়ী তা উৎঘাটন পূর্বক অপসারনের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদানের মধ্যেই প্রস্তাবিত গবেষনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

আনুষাঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা ঃ

প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়টি সম্পূর্ন নতুন। যেহেতু ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে সেহেতু ১৯৯৭ থেকে ২০০২ এই মেয়াদ ব্যতীত অতীতে এ বিষয়ে গবেষণার কোন সুযোগ ছিল না। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের উপর কয়েকটি গবেষণা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার (১৯৯৮)' [১২] নামে একটি বেসরকারী সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ১৯৯৭ সালে নির্বাচিত ১০৮ জন মহিলা সদস্যদের উপর এক গবেষণা চালিয়েছেন। তারা তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে , ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহন সীমিত। তাদের গবেষণায় মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশ গ্রহনের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। মহিলা সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের উপর আলোকপাত করা হয়নি। প্রস্তাবিত গবেষণায় উক্ত বিষয় গুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে ।

১৯৯৯ সালের ২৫শে এপ্রিল জাতীয় মহিলা সংস্থার আয়োজনে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্য ও চেয়ারম্যানদের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আগত মহিলা সদস্যদের সরাসরি বক্তব্য এবং সাক্ষ্যাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে সংবাদ পত্রে গবেষণা ধর্মী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।' [১৩] উক্ত রির্পোটের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে , চেয়ারম্যান এবং পুরুষ

---

১২. দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ শে জুলাই-২০০০

১৩. দৈনিক প্রথম আলো, ১২ই মে ১৯৯৯.

Dhaka University Institutional Repository

মেম্বারদের অসহযোগিতার কারনে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে মহিলা সদস্যগন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কিন্তু উক্ত রিপোর্ট গুলো অপর্যাপ্ত কেননা উক্ত রিপোর্ট এ কোন তথ্য ও উপাত্তের গবেষণামূলক বিশ্লেষন করা হয়নি।

সৈয়দা রওশন কাদির (৯৪)' [১৪] 'স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন প্রক্রিয়া ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক গবেয়ণা কর্ম পরিচালনা করেছেন। উক্ত গবেষণায় স্থানীয় রাজনীতিতে মহিলাদের কাঙ্খিত অংশগ্রহন হয়নি বলে দেখিয়েছেন । তবে তিনি মূলত নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান এবং মনোনীত মহিলা সদস্যদের মধ্যেই তার গবেষণা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কেননা তাঁর গবেষণা কর্মটি ১৯৮৪ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে উক্ত গবেষণায় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি । কেননা সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যদের নির্বাচনের বিধান করা হয় ১৯৯৭ সাল থেকে । এ কারনে প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়টি নতুন ।

---

১৪. সৈয়দা রওশন কাদির, স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনঃ সমস্যা সম্ভাবনা, নারী ও রাজনীতি ।উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪ ইঃপৃঃ-১

মোজাম্মেল হক ও কে, এম, মহিউদ্দীন (২০০০) [১৫] নেত্রকোনা ও চট্টগ্রামের ১২টি ইউনিয়নের উপর "ইউনিয়ন পরিষদে নারীঃ পরিবর্তনশীল ধারা" শীর্ষক এক গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেছেন। উক্ত গবেষণায় দেখিয়েছেন যে , ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহন সীমিত । তবে উক্ত গবেষণায় মূলত মহিলা সদস্যের ভূমিকার সাথে বিভিন্ন এন, জি, ও এবং তাদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে অধিক আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু মহিলা সদস্যদের রাজনৈতিক অংশগ্রহনের উপর আলোকপাত করা হয়নি। এ দিক থেকে প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়টি সম্পূর্ন নতুন । কেননা এ গবেষণায় ইউনিয়ন পরিষদ তথা স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে ।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যগন ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে সঠিকভাবে অংশগ্রহন করছে না কিংবা অংশ গ্রহন করতে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে বলে বিভিন্ন গবেষনা এবং পত্র পত্রিকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা

---

১৫. মোজাম্মেল হক , এবং কে.এম, মহিউদ্দিন, 'ইউনিয়ন পরিষদে নারীঃ পরিবর্তনশীল ধারা' বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,২০০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যগন বেশীর ভাগই রাজনীতি বিমুখ এবং স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহনে আগ্রহী নয় বলে অনেকেই মতামত প্রকাশ করেছে। আবার কেউ কেউ অভিমত দিয়েছেন যে, নির্বাচিত মহিলা সদস্যগন ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করছে।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত গবেষনার মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষনার উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের উপর ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড বিষয়ে কি কি দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে? এরূপ দায়িত্ব সদস্যগন যথাযথ ভাবে পালন করছে কিনা?

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের বিচারমূলক কর্মকান্ডে তথা গ্রাম আদালত ও সালিশী কার্যক্রমে মহিলা সদস্যগন অংশ গ্রহন করছে কিনা? এ ধরনের অংশ গ্রহনে তাদের সিদ্ধান্তকে সঠিকভাবে মুল্যায়ন করা হচ্ছে কি না?

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে মহিলা সদস্যের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে তা তারা সঠিক ভাবে পালন করতে পারছে কিনা, না বাধার সম্মুখীন হচ্ছে?

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য যে সমস্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত সভা সমূহে মহিলা সদস্যরা

Dhaka University Institutional Repository

অংশ গ্রহন করে কি না? কিংবা অংশ গ্রহন করলে সিদ্ধান্ত গ্রহনে কোন গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করতে পারছে কিনা? যদি না পারে কেন পারছে না?

(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত আছেন কিনা?

(চ) নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা ইউনিয়ন পর্যায়ের, জেলা পর্যায়ের কিংবা জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করছে কিনা? কিংবা অংশ গ্রহনে আগ্রহী কিনা?

(ছ) স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি কিংবা আন্দোলনে মহিলা সদস্যরা স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের সমর্থনে অংশগ্রহন করছে কিনা ? করে থাকলে সেই অনুপাতে পার্টির সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াতে তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা না পেলে কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে না ?

অনুমিত সিদ্ধান্ত ঃ (Hypothesis)

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে অংশ গ্রহন করছে না কিংবা করতে পারছে না।

(খ) নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করছে না।

গবেষণার পদ্ধতি ঃ প্রস্তাবিত গবেষণার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(ক) গবেষণার ক্ষেত্র ঃ

মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা, ঘিওর উপজেলা শিবালয় উপজেলা, সিঙ্গাইর উপজেলা ,দৌলতপুর উপজেলা, সাটুরিয়া উপজেলা এবং হরিরামপুর উপজেলা সহ মোট সাতটি উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নকে প্রস্তাবিত গবেষনার আওতায় আনা হয়েছে।

(খ) নমুনা নির্বাচন ঃ

প্রস্তাবিত গবেষণায় মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ৪ টি ইউনিয়ন, ঘিওর উপজেলার ৫ টি ইউনিয়ন , হরিরামপুর উপজেলার ৪ টি ইউনিয়ন, শিবালয় উপজেলার ১ টি ইউনিয়ন, সিঙ্গাইর উপজেলার ১টি ইউনিয়ন ,দৌলতপুর উপজেলার ১টি ইউনিয়ন এবং সাটুরিয়া উপজেলার ১টি ইউনিয়ন সহ মোট ১৭ টি ইউনিয়নের ৩০ জন মহিলা মেম্বার এবং ১৪ জন পুরুষ মেম্বার বাছাই করা হয়েছে। তাছাড়া উপরোক্ত ইউনিয়ন সমুহের ৬ জন চেয়ারম্যান সহ ১০ জন স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও গন্যমান্য ব্যাক্তিকে নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে।

(গ) উপাত্তের উৎসঃ

প্রস্তাবিত গবেষণায় ২ ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১. প্রাথমিক উৎস ঃ প্রাথমিক উৎস হিসেবে ২০০২ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ জেলার ৭টি উপজেলা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে নির্বাচিত ৩০ জন মহিলা সদস্য, ৬ জন চেয়ারম্যান, ১৪ জন পুরুষ সদস্য এবং ১০ জন স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. মাধ্যমিক উৎস ঃ

প্রস্তাবিত গবেষণার মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন বই পুস্তক, জার্নাল, গবেষনা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, সরকারী-বেসরকারী পরিসংখান ইত্যাদি থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

(ঘ) উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মুলত সাক্ষ্যাৎকার পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(ঙ) উপাত্ত বিশ্লেষন ঃ

প্রস্তাবিত গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষনে বিভিন্ন পরিসংখ্যান পদ্ধতি এবং কম্পিউটার সফ্টওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষনার সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

প্রস্তাবিত গবেষণাটি নিম্নোক্ত ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. ভূমিকা এবং গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২. সিদ্ধান্ত গ্রহন মূলক মতবাদ এবং রাজনীতি সম্পর্কিত ধারনা।

৩. ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা কার্যাবলী এবং আইনগত কাঠামো সম্পর্কিত ধারনা। ৪. ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকান্ডে মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের অংশ গ্রহন সম্পর্কিত ধারনা।

উপরোক্ত অধ্যায়ে প্রস্তাবিত গবেষণা পত্রের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে । প্রস্তাবিত গবেষণার তাত্বিক কাঠামো হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহন মুলক মতবাদ এবং রাজনীতি সম্পর্কিত ধারনা । তাই পরবর্তী অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন মুলক মতবাদ এবং রাজনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিদ্ধান্ত গ্রহন মুলক মতবাদ এবং রাজনীতি সম্পর্কিত ধারনা

(Theory of Deeision Making and Concept of Politics)

প্রস্তাবিত গবেষণায় স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা যাচাই এর উপর অধিক গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেহেতু প্রস্তাবিত গবেষণা পত্রে "সিদ্ধান্ত গ্রহন" প্রক্রিয়া এবং "রাজনীতি" বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সেহেতু প্রস্তাবিত গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহন মূলক মতবাদ (Theory of Decision Making) এবং রাজনীতি (Politics) সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত গ্রহন মূলক মতবাদ (Theory of Decision Making)

রাজনৈতিক গবেষণায় সিদ্ধান্ত গ্রহন মূলক মতবাদ একটি গুরত্বপূর্ণ মতবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষনে রাজনৈতিক গবেষকরা গবেষণার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনমূলক মতবাদের প্রয়োগ শুরু করে।বর্তমানে ও রাজনৈতিক গবেষণা ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনমূলক মতবাদে প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার উপর গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহন মূলক মতবাদ সম্পর্কেবিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সঙ্গত কারণেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন। সাধারণত সিদ্ধান্ত বলতে বুঝায় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য থেকে বাছাই এর মাধ্যমে বাছাই কর্তৃক বিষয়ে যৌক্তিকতা বিচার করা। কারও কারও মতে 'সিদ্ধান্ত হল এমন এক প্রকার পছন্দ যা বিভিন্ন বিকল্প পছন্দের মধ্য থেকে বাছাই করা হয় এবং বাছাইকালে বিভিন্ন পছন্দে সাম্ভাব্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, গৃহীত পছন্দের প্রতিক্রিয়া ও যৌক্তিকতা বিচার করা হয়।' [১৬] আবার কারও কারও মতে সিদ্ধান্ত গ্রহন বলতে দুই বা ততোধিক গ্রুপের আচরণের মধ্য থেকে এক যা একাধিক আচরণের নির্বাচনকে বুঝায়। অতএব বলা যায় সিদ্ধান্ত গ্রহন হচ্ছে এমন এক সুচিন্তিত বাছাই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন বিকল্প পছন্দের মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা বৈধ ও যুক্তি ভিত্তিক বিকল্পটি গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহনমূলক মতবাদ: (Theory of desicision making)

সিদ্ধান্ত গ্রহনমূলক মতবাদ অনুযায়ী কোন বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহন বা নীতি প্রনয়ন বিশেষ ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত

---

১৬ James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff Jr.Contending Theroies of International Relations. Philadhia 1971 PP 311 – 313.

Dhaka University Institutional Repository

কিভাবে গৃহীত হল তা সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের মাধ্যমে সঠিকভাবে জানা যায়। একটি সিদ্ধান্তের পশ্চাতে কি পরিমাণ সচেতন বা অবচেতন কলাকৌশল ও ফন্দি কাজ করে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব থেকে উৎঘাটন করা যায়। কোন্ সিদ্ধান্ত কোন্ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন্ অবস্থা বা পরিস্থিতি এবং কোন্ সাংগঠনিক পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হল, তা জানতে না পারলে ঐ সিদ্ধান্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায় না। সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের মাধ্যমে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্ত র্জাতিক রাজনীতির সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন Richard. C. Snyder. স্নাইডার রাজনীতির অধ্যয়নের ক্ষেত্রে Structural Functional Theory এবং, Systems Theory, এর প্রবক্তাদের বিশ্লেষন পদ্ধতিকে স্থবির বলে সমালোচনা করেন এবং তদস্থলে Theory of Decision Making, তুলে ধরেন।তিনি মত প্রকাশ করেন যে, 'স্থবির বিশ্লেষণ কেবলমাত্র পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেয়, কিন্তু এটা পরিবর্তনের কারন বা কি ভাবে পরিবর্তন ঘটল তা নির্দেশ করে না। এ ক্ষেত্রে Snyder, সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বকে Process Analysis বা প্রক্রিয়াগত বিশ্লেষন এবং গতিশীল বলে দাবী করেন, আর এ কারনেই

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্ব সময় ও পরিবর্তনের মধ্যে সংযোগ ঘটায় এবং পরিবর্তনের কারণ ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে ।'[১৭]

সদ্বান্ত গ্রহন পদ্ধতিকে Snyder ক্ষুদ্রতম এককের গবেষণা (Molecular Research) বলে বর্ণনা করেন এবং সেই সঙ্গে একে সামাজিক ক্রিয়া বিশ্লেষনের একটি বিশেষ দিক বলে আখ্যায়িত করেন। Snyder এবং তার সহযোগীরা রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে " পদ্ধতিগত ভাবে আমরা রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করেছি এর সিদ্ধান্ত গ্রহন কারীদের দ্বারা আর এখানেই আমাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমূলক ক্রিয়াকলাপ তার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়, যারা রাষ্ট্রের নামে কার্যপরিচালনা করেন রাষ্ট্রীয় কার্য তাদেরই ।"[১৮]

Snyder এর মতে, সকল রাজনৈতিক কার্যই সিদ্ধান্ত গ্রহনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সে কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহনতত্ত্ব সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ত্ব, পরিবেশ, এবং প্রক্রিয়ার জৌতি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আবার কোন রাজনৈতিক কার্যকে যথাযত ভাবে উপলব্দি করতে হলে প্রথমত কে

---

১৭ .Richard. C. Snyder, H.W. Bruck and Burtor Spain, eds, Forign Policy Decision Making (Newyork 1963). P-65

১৮. Ibid P 65

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গ্রহন করল এবং দ্বিতীয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকা একান্ত আবশ্যক বলে Snyder মনে করেন।

Decision Making Theory এর মাধ্যমে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের তুলনামুলক পর্যালোচনা করা যায়। সাধারনত দেখা যায় যে, একটি উন্নয়নশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ সিদ্ধান্ত এলিটগনের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ, আরোপীত গুন তথা বংশ বর্ণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গৃহিত হয়। কিন্তু বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্টের মত আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহন নৈর্ব্যক্তিক উদার ও অর্জিত গুন ভিত্তিক হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার মূল উপাদান:

James A. Robinson এবং Roger Majak সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের ৫টি উপাদান বা উপাদান গুচ্ছ চিহ্নিত করেছেন এগুলো হচ্ছে ---

ক) Decision sitution বা সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রেক্ষিত।

(খ) Decision Participants বা সিদ্ধান্তে অংশ গ্রহনকারী।

(গ) Decision Organization বা সিদ্ধান্ত গ্রহনের সংঘঠন।

(ঘ) Decision Process বা সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) Decision out come বা সিদ্ধান্ত ।'[১৯]

উপরোক্ত উপাদান গুলো নিম্নে আলোচনা করা হল-

(ক) সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রেক্ষিতঃ (Decision Situation)

সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রেক্ষিত বলতে কতগুলো বিশেষ অবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহনকে বুঝায়। কোন সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীকে সিদ্ধান্ত দিতে হলে তার মনে অনেক গুলো প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এবং এ প্রশ্ন গুলোর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীকে সিদ্বান্ত নিতে হয়। 'সিদ্বান্ত গ্রহনের প্রেক্ষিত কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্থিতিশীল ও স্পষ্ট, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ও অস্পষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে তড়িৎ গতিতে সিদ্বান্ত গ্রহন করতে হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ধীর গতিতে সিদ্বান্ত গ্রহন করতে হয়। অনেক সময় বিষয় বস্তুর উপর নির্ভর করে কে কিভাবে কোন প্রেক্ষিতে সিদ্বান্ত গ্রহন করবে।'[২০] কারও কারও মতে, কোন সমস্যার প্রেক্ষিতে সিদ্বান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সিদ্বান্ত গ্রহনকারীকে নিম্নোক্ত তিনটি কারণ বিবেচনা করতে হবে

---

১৯. James A. Robinson and R. Roger Majak, " The Theory of decision Making." In C. Charlesworth ed. Contemporary Political Analysis (Newyork, 1967) P-78

২০. Snyder . ct . al .OP . Cit . P-81

Dhaka University Institutional Repository

ক) কোন বিশেষ অবস্থায় ঘটনা প্রবাহের আকার প্রকার।(খ) কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসৃত নীতি ।

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহন কারীর নিজস্ব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও দক্ষতা ।

'Snyder এর মতে, সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রেক্ষিত এর ক্ষেত্রে কতগুলো বিশেষ দিক পর্যালোচনা করতে হয় যেমন -

প্রথমত ঃ- আভ্যন্তরীন পরিবেশ বা Internal setting অর্থ্যাৎ যে পরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী সিদ্ধান্ত গ্রহনের চিন্তা করেছেন, সে পরিবেশ কি স্বাভাবিক আছে ? নাকি নির্বাচন বা আন্দোলনের মত কোন সমস্যা আছে।

দ্বিতীয়ত ঃ- বাইরের পরিবেশ বা Externel setting এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি দেখতে হয় তা হচ্ছে, যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন তিনি কারও চাপের নিকট নতি স্বীকার করবেন কিনা ? বা সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য তার কতটুকু স্বাধীনতা রয়েছে বা এ সিদ্ধান্তের জন্য তিনি কার কার নিকট দায়ী থাকবেন।

তৃতীয়ত ঃ- তৃতীয়ত হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া বা Decision process এর মাধ্যমে যে বিষয়টি দেখতে হয় তা হচ্ছে, যে ভাবে সমস্যাটির উৎপত্তি হয়েছে তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে কিনা বা সিদ্ধান্ত জরুরী ভিত্তিতে গ্রহন করতে হবে কিনা বা সিদ্ধান্তটি গ্রহনের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি

Dhaka University Institutional Repository

ছিল কিনা ইত্যাদি।'[২১]

(খ) সিদ্ধান্তে অংশগ্রহনকারী (Decision Participants) ঃ

সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে সিদ্ধান্তে অংশগ্রহনকারীদের মানসিক অবস্থা। অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীই তাদের সমাজের ও কালের সমষ্টিগত অনুভূতিদ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকেন। 'Snyder মানসিক অবস্থা অভিপ্রায়কে দুইভাগে ভাগ করেছেন - সুস্পষ্ট অভিপ্রায় এবং অস্পষ্ট অভিপ্রায়। সুস্পষ্ট অভিপ্রায় এর ক্ষেত্রে অভিপ্রায় এর কারণ সুস্পষ্ট থাকে আর অস্পষ্ট অভিপ্রায় এর ক্ষেত্রে অভিপ্রায়ের কারণ রহস্যজনকভাবে লুকায়িত থাকে। 'Snyder এর মতে, সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীদের অভিপ্রায় ভবিষ্যৎ কর্মের ফলাফল এর প্রেক্ষিতে বিচার করা বাঞ্চনীয় । সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বিচার করা সঠিক নয়। তবে তিনি এটাও মনে করেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীর বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনশীলতা, ঝুকি নেবার প্রবণতা, আত্মমর্যাদা, আত্ম প্রতিষ্ঠার চিন্তা, ক্ষমতার প্রতি স্পৃহা, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয়েছে'।[২২]

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহনের সংগঠন ঃ- (Decision Organization)
সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের অপর একটি উপাদান হচ্ছে।

---

২১. Snyder . al. op. cit . P -81
২২. Ibid .P - 161

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহনের সংগঠন। এক একটি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় একটি সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতার মধ্যে। ফলে কোন সিদ্ধান্তে রুপরেখা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাঠামো বা রীতিসিদ্ধ পরিবেশ কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রভাহিত হয়। অতএব বলা যেতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া হল সাংগঠনিক কাঠামোর কার্যাবলী। গনতান্ত্রিক বা এক নায়ক তান্ত্রিক কাঠামোতে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম কর্তৃক গৃহিত হয়। 'আবার অনেক সময় কোন সিদ্ধান্ত কোন পর্যায়ে কখন কিভাবে সূচিত হয় তা সঠিক ভাবে বলা কঠিন হয়ে উঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের সূচনা হয় সংগঠনের বাইরে। পরে তা সংগঠন নিজস্ব ভঙ্গিতে আপন করে তোলে। কোথাও বা সিদ্ধান্তের সূচনা হয় সংগঠনের শীর্ষ স্থানীয় পর্যায় থেকে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সূচনা হয় সংগঠনের নিম্ন পর্যায় থেকে।' [২৩] অতএব প্রত্যেকটি সংগঠনকে এক একটি কর্মরত ব্যবস্থা (A System in Action) বলে অভিহিত করা যায়।

(ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া ঃ- (Decision Process)

এক একটি সিদ্ধান্ত এক এক প্রক্রিয়ায় গৃহিত হতে পারে।

---

২৩. Edward S. Corwin, The President ঃ office and Powers, Newyork ঃ –1957

Dhaka University Institutional Repository

'Simon এবং March সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্পর্কে নিম্নোক্ত ৪টি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন-

সমস্যা সামধান (Problems Solving)

গভীর ভাবে বিবেচনা (Persuasion)

দর কষাকষি (Bargaining)

রাজনৈতিক (Politics)' [২৪]

অনুরুপভাবে কেউ কেউ মনে করেন ' সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার সাথে বুদ্ধিবৃত্তি (Intellctual) ' সামজিক (Social), এবং স্বতস্ফূর্ত মনোভাব (Quasi– Mechanical) বিষয়গুলো জড়িত ।' [২৫] সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার সাথে বুদ্ধি বৃত্তি সংক্রান্ত দিকটি জড়িত রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহন কারীদের অন্তরদৃষ্টি, সৃজনশীলতা, অনুভুতি জ্ঞান ও অন্যান্য গুনের সাথে । এ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষন, বিকল্প নির্বাচন ও বাছাই করা হয় ।

(ঙ) সিদ্ধান্ত (Decision Out Come)

উপরোক্ত উপাদান গুলোর যে কোনটি কিংবা সবগুলো আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ে থাকে । সিদ্ধান্ত গৃহিত হবার পর গৃহিত সিদ্ধান্তের

---

২৪. James G. March and Simon. Organization, Newyork: 1968. P-13

২৫. James A. Robinson and R. Roger Majak. OP. Cit, P – 180

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়। 'কোন সিদ্ধান্ত কেমন হবে তার মূল্যায়ন হয় মূলত সিদ্ধান্তের সংখ্যা, কার্যকারিতা, যৌক্তিকতা বা স্থিতিশীলতার মানদন্ডে।' [২৬] কার ও কারও মতে 'এ সব মানদন্ড ব্যক্তি বা সংঘ বা সংগঠনের মূল্যবোধ, উপযোগিতা বা সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীদের রুচি বোধের প্রেক্ষিতে বিচার করা হয়ে থাকে।' [২৭]

সদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের মডেল ঃ

' Hicks এবং Gullett সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ মডেল দিয়েছেন। এই মডেলের ভিত্তি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান কল্পে বৃটেনে পরিচালিত গবেষনার ফলাফল। ' Hicks এবং Gullett কর্তৃক প্রবর্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের মডেলের নিম্নোক্ত ৭টি পর্যায় রয়েছে।

প্রথমতঃ যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে সংগঠনের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করা। যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহিত হোক না কেন, তা গৃহিত হয় সংগঠনের লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে সংগঠনের কাঠামোতে।

দ্বিতীয়তঃ সংগঠনের লক্ষ্য নির্ধারণের পর সেই লক্ষ্য অর্জনের

---

২৬. I bid P-185

২৭. Herbert G. Hicks and c. Ray Gullett, Organization: Theory and Behaviour, Tokyo – 1975. P – 340.

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সম্পাদন মানের মানদন্ড নির্ধারন করতে হয়। এ ধরনের সম্পাদন মানদন্ডের সাথে সংগতি রেখেই সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহিত হয়ে থাকে।

তৃতীয়তঃ যে সব সমস্যা সমাধান কল্পে সিদ্ধান্তটি গৃহিত হবে যে সব সমস্যা সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে হবে। সমস্যাটি কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে কিনা ফলে সে প্রতিক্রিয়া কোন্ পর্যায়ে, সমস্যাটি দূরীভূত হলে কোন্ কোন্ সুফল লাভ করা যাবে এবং সমস্যা দূরীকরনের জন্য যা ব্যয় হবে তা সেই সুফল থেকে বেশি না কম তার সঠিক জবাব মূল্যায়নের ভিত্তিতে সমস্যা সমূহের সঠিক চিহ্নিত করন সম্ভব।

এ ধরনের সমস্যা নিরসনের জন্য সম্ভাব্য সকল সমাধানের বিকল্প বিষয়ের অনুসন্ধান করতে হবে। এবং উক্ত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

বিকল্প - ১ - সকল সম্ভাব্য বিকল্পের সন্ধান,

বিকল্প - ২ - বিকল্প বিষয়ের মধ্য থেকে যুক্তিভিত্তিক বাছাইকরন।

বিকল্প - ৩ - বাছাই করা বিকল্প থেকে যে সুফল পাওয়া যেতে পারে তা বিবেচনা পূর্বক ঝুকি গ্রহন।

বিকল্প - ৪ - বাছাই করা সমাধান থেকে যে মিতব্যয়িতা অর্জন করা যাবে তার মোটামুটি হিসাব।

বিকল্প - ৫ - সমাধানটি সময়উপোযোগী কিনা তার মূল্যায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

বিকল্প - ৬ - সীমিত সুযোগ থেকে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে কিনা তার বিবেচনা।

চতুর্থতঃ উপরোক্ত সব দিক বিবেচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। এ পর্যায় যত বেশি উপাত্ত সংগৃহিত হবে, তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চমতঃ একবার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলে বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সে সিদ্ধান্তের অবস্থার মূল্যায়ন করতে হয়।

ষষ্টতঃ মূল্যায়নের পর গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয় এবং এই পর্যায়টি হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরত্বপূর্ন পদক্ষেপ।

সপ্তমতঃ কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পর সে সিদ্ধান্ত কেমন কাজ করছে, অর্থ্যাৎ তা সম্পাদনের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হল কিনা তা সিদ্ধান্তকারীর নিকট ফিডব্যাকের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনবোধে সিদ্ধান্তে আংশিক সংশোধন আনায়নই হল সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার চুড়ান্ত পর্যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপরোক্ত মডেলটিকে নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল - [২৮]

২৮.I bid P - 335 - 339.

Dhaka University Institutional Repository

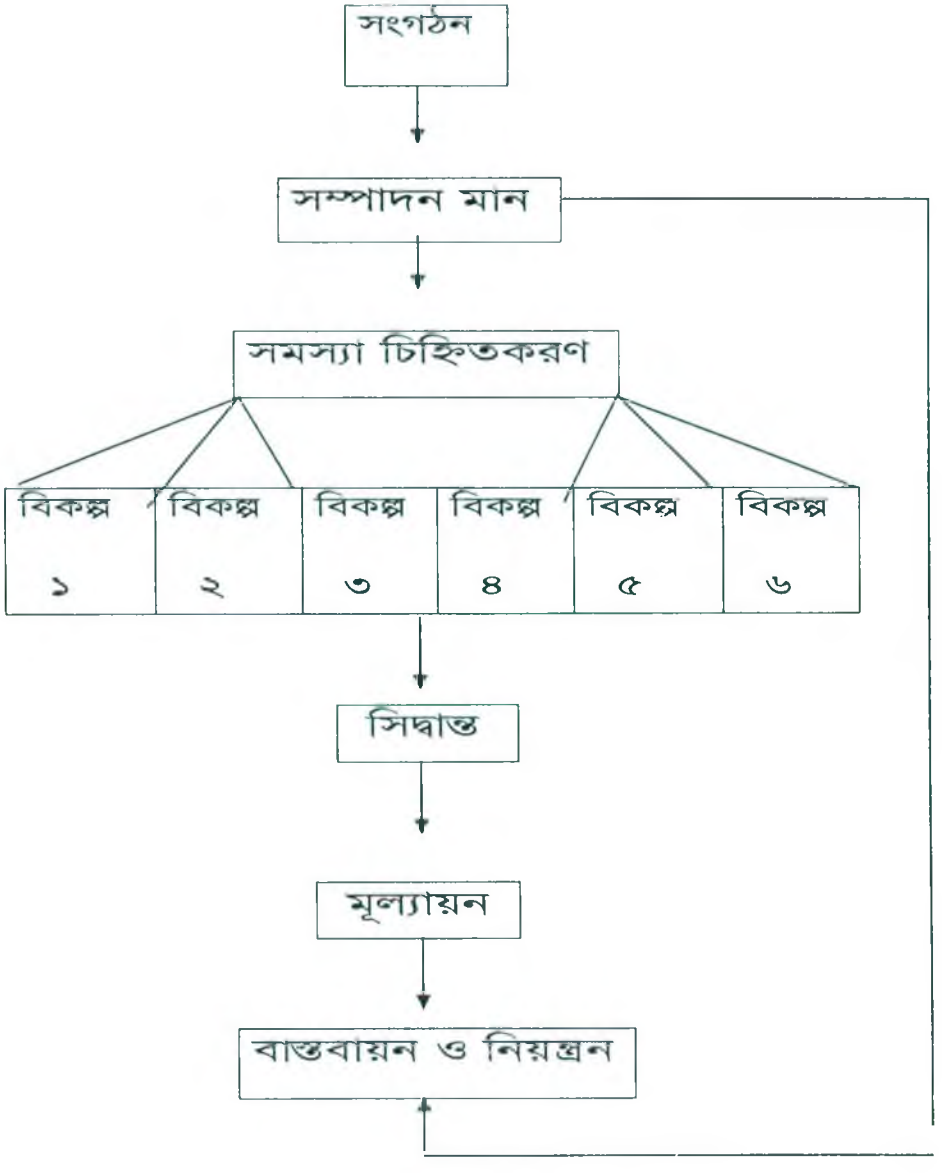

Decision Making Theory একটি সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ নয়। এর কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহন কারীদের যোগ্যতা নির্ধারণ, সিদ্ধান্তের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ, সিদ্ধান্ত গ্রহনের পরিবেশ নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন

সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা না থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্ব সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্ব একটি গ্রহনযোগ্য মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও একথা সত্য যে, আধুনিক রাজনৈতিক গবেষণার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের বিশেষ গুরত্ব রয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণায় স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা কিরূপ ভূমিকা পালন করছে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি দিক নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক কমিটি রয়েছে। এ সব কমিটির বিভিন্ন সভায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে কিনা, করে থাকলে এই সব সভার সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় মহিলা সদস্যদের মতামত নেয়া হয় কিনা এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিনা প্রস্তাবিত গবেষণায় তা যাচাইএর পাশাপাশি মহিলা মেম্বারগন মতামত প্রদান বা সিদ্ধান্ত প্রদানের কোন যোগ্যতা বা দক্ষতা রাখেন কিনা তাও প্রস্তাবিত গবেষনায় তুলে ধরা হবে। স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতি তথা ইউনিয়ন থানা এবং জেলা পর্যায়ের রাজনীতিতে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারগন অংশগ্রহন করছে কিনা তদসম্পর্কেও যেহেতু প্রস্তাবিত গবেষনায় আলোকপাত করা হবে সেহেতু 'রাজনীতি' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রযোজন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি সম্পর্কিত ধারনা

(Concept of Politics)

রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা ও কতৃর্ত্বের চর্চা। কোন একটি গোষ্টী, বা সম্প্রদায় তাদের ক্ষমতা ও কতৃর্ত্বে কতটুকু চর্চা করছে তাদের রাজনীতি পর্যবেক্ষন করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। অনুরুপভাবে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা তাদের ক্ষমতা ও কতৃর্ত্বের কতটুকু চর্চা করেছে তা রাজনীতির স্বরুপ পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গন রাজনীতি তথা Politics শব্দটিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। David Easton এর মতে " রাজনীতি হচ্ছে, সমাজে জীবন ধারনের উপযোগী মূল্যবান উপকরন সমূহের কতৃর্ত্বপূর্ন বন্টন।" [২৯] অ্যালেন বল 'রাজনীতিকে একটি সার্বজনীন কার্যকলাপ বলে অভিহিত করেছেন।' [৩০]
মিলার, 'রাজনীতি বলতে মতভেদ বা বিরোধের সংগে সম্পর্কযুক্ত বিষয় বুঝিয়েছেন।' [৩১]

---

২৯. Easton David, A Frame work for Political Analysis, (Englwood Cliffts: N. J: Prentice Hall) 1965, P – 50.

৩০. Ball, Allan R., 'Modern Politics and Government' London, Macmillan, 1973. P – 21.

৩১. Millar, J.D.B., 'Nature of Politics' Penguin Books, England, 1969 P - 17

Dhaka University Institutional Repository

ফাইনার 'রাজনীতি বলতে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বুঝিয়েছেন। এ ধরনের কার্যকলাপ বেসরকারী সংস্থা থেকে শুরু করে পরিবারের স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও দেখা দিতে পারে। আর এ কারণেই ফাইনার রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রকৃতি সর্বব্যাপী বলে অভিহিত করেছেন'। [৩২] মার্কস ও এঙ্গেলস 'রাজনীতি বলতে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিপত্তিশীল শাসক শ্রেনীর মতাদর্শকেই বুঝিয়েছেন'।[৩৩] লেনিন 'রাজনীতি বলতে রাষ্ট্রের সকল প্রকার কাজকর্মে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের অংশগ্রহনকেই বুঝিয়েছেন।' [৩৪] 'রাজনীতি ব্যাপকতর অর্থে কেবল রাষ্ট্র এবং সমাজের যে কোন সমস্যা সমাধানের আন্দোলন বুঝাতে পারে। এই অর্থে শ্রমিকের এবং কৃষকের বা অপরাপর শ্রেনীর আর্থিক অসুবিধা সমূহ দুরীকরনের আন্দোলন রাজনীতির অংশ। এ কারণে রাজনীতি বলতে কোন নির্দিষ্ট নীতির বদলে শ্রেনী বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেনীর স্বার্থরক্ষামূলক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বুঝায়।' [৩৫]

---

৩২. Finer. S.E., 'Comparative Government' Penguin Books, Newyork, 1980. P – 6 – 15.

৩৩. Marx Karl and Engles, 'The Commusist Manifesto' Penguin Books Hammondsworth, 1967. P – 83.

৩৪. Lenin, V.9, 'State and Revolution' Peoples Publising House, Bombay, 1944. P – 6.

৩৫. করিম, সরদার ফজলুল, 'দর্শন কোষ' বাংলা একাডেমী, ঢাকা - ১৯৯৫, পৃঃ - ৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

'রাজনীতি সম্পর্কিত এসব ধারনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'রাজনীতি' শব্দটিকে কোন একক ব্যাখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। সময়ের আবর্তে রাজনীতির স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। আদর্শগত কারণে রাজনীতি শব্দটিকে বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এসব ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'রাজনীতি' হচ্ছে এমন এক নীতি যা ক্ষমতা চর্চার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

রাজনীতি সম্পর্কিত উপরোক্ত ধারনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগন কতটুকু ভূমিকা পালন করছে প্রস্তাবিত গবেষনায় তা আলোকপাত করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি বলতে মূলত ইউনিয়ন কিংবা থানা পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগন কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তা পর্যালোচনা করতে হলে সঁঙ্গত কারনেই ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং আইনগত কাঠামোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং আইনগত কাঠামো

(Power, Functions & Legal Structure of Union Council)

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোর একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ তার শাসন সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সংবিধান স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪র্থ ভাগ এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত ৫৯ নং অনুচ্ছেদের ১ উপঅনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।'[৩৬] এভাবে স্থানীয় পর্যায়ে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করার ফলে

---

৩৬. গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা, ১৯৯১ পৃষ্ঠা - ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড স্ব স্ব এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্য পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড ও আইনগত ভিত্তি পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রস্তাবিত গবেষনা পত্রে বর্তমান অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কর্মকান্ড এবং আইনগত কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। উক্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা ও অংশ গ্রহন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাশঃ-

বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়নি। সুদীর্ঘকালের আইনগত প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ আজকের ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমান রূপ লাভ করেছেন। 'ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মাধ্যমে জমিদারদের উপর অর্পন করা হয়।

পরবর্তীতে ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদারি আইন প্রনয়নের মাধ্যমে এ দেশে তথা তৎকালীন বৃটিশ ভারতে সর্বপ্রথম গ্রাম পর্যায়ে প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করা হয়। ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদারি আইন অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত ৫ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। পঞ্চায়েতগন মূলত ট্যাক্স আদায় করে গ্রাম চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করতেন।

স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লর্ড রিপন ১৮৮২ সালে যে প্রস্তাব পেশ করেন তা সংশোধীত হয়ে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় সায়ত্বশাসন আইন প্রনয়ন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী দশ থেকে পনের মাইল এলাকা নিয়ে গ্রামীন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এই ইউনিয়ন কমিটি ৫ থেকে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে ২ বৎসরের জন্য গঠন করা হবে। মূলত রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়ঃপ্রনালী ইত্যাদি বিষয়ে ইউনিয়ন কমিটি কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন।

পরবর্তীতে চৌকিদারি ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করা হয় এবং তদস্থলে ১৯১৯ সালের পল্লী সায়ত্বশাসন আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ থেকে ৯ জন। যা তিন ভাগের দুই ভাগ ছিল জনগন কর্তৃক নির্বাচিত এবং তিন ভাগের এক ভাগ ছিল সরকার কর্তৃক মনোনীত। এর মেয়াদ ছিল ৪ বৎসর। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর আদায়ের পাশাপাশি ফৌজদারি অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তির ক্ষমতা ও ইউনিয়ন বোর্ডের উপর অর্পন করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ড প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৯৫৯ সনে আইয়ুব খান মৌলিক গনতন্ত্র আদেশ জারির মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করেন। মৌলিক গনতন্ত্র আদেশ অনুযায়ী প্রতি ১০ হাজার লোক নিয়ে এক একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয় এবং প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য ১০ জন সদস্য রাখার বিধান করা হয়। যাদের অর্ধেক সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং বাকী অর্ধেক জনগনের ভোটে নির্বাচিত হতেন। উক্ত ১০ জন সদস্যের মধ্য থেকে নিজেদের ভোটে ১ জন চেয়ারম্যান ও ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। পৌর, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব, এবং বিচারকার্য সহ মোট ৩৭ টি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই ইউনিয়ন কাউন্সিলকে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশ জারির মাধ্যমে ১৯৭২ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত রাখা হয়।

পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে অপর এক আদেশ জারির মাধ্যমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এর নাম পরিবর্তন করে পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয় এবং উক্ত আদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি ওয়ার্ড গঠন করা হয় এবং প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন করে মোট ৯ জন সদস্য সহ ১ জন চেয়ারম্যান ও ১ জন

Dhaka University Institutional Repository

ভাইস চেয়ারম্যান ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের বিধান করা হয়।

১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ পূর্নগঠন করা হয় এবং এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন করে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান ২ জন মনোনীত মহিলা সদস্য এবং ২ জন মনোনীত কৃষক সদস্য সহ মোট ১৪ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়। জনকল্যান, আইনশৃংখলা রক্ষা, রাজস্ব এবং বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজসহ ৪০টি কাজের দায়িত্ব এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে এই প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন মহিলা সদস্য মনোনয়নের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

১৯৮৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান থাকবেন। প্রত্যেক ওয়ার্ডে ৩ জন করে মোট ৯ জন নির্বাচিত সদস্য থাকবেন। এছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে মোট ৩ ওয়ার্ডে ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্য থাকবেন। ১৯৮৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মহিলা সদস্যগন মনোনীত হতেন। ১৯৮৮ সালের পর

Dhaka University Institutional Repository

এই সংশোধনীর মাধ্যমে এই মনোনয়নের দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের উপর অর্পন করা হয়।'[৩৭]

'১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (২য় সংশোধনী) আইন প্রনয়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ৩টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদেরকে জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত করার বিধান করা হয়।'[৩৮]

অতএব দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত করে উক্ত আসন সমূহ প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের বিধান করা হয়। এই বিধান ইউনিয়ন পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় কতটুকু অবদান রাখছে তা প্রস্তাবিত গবেষনায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ-

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী দেশের ইউনিয়ন পরিষদগুলো

---

৩৭. গাজী শামসুর রহমান, প্রশাসনিক আইনের ভাষ্য, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ পৃষ্টা - ৪৪৪ - ৪৪৭।

৩৮. এম, মোফাজ্জেলুল হক, নিবন্ধ, স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য ইউনিয়ন পরিষদ, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৯, পৃষ্টা - ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। উক্ত অধ্যাদেশের ৩০ ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী আইন ১৯৯৭ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডকে ব্যাপক ভাবে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হল -

'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত --

১. পৌর কার্যাবলী ২. গ্রাম পুলিশ ও নিরাপত্তা

২. রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসন ৪. উন্নয়ন।

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল --

১. পৌর কার্যাবলীঃ-

ইউনিয়ন পরিষদকে পৌর উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বিবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ দায়িত্বগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগে করা যায় -

ক) যোগাযোগ

খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

গ) পানীয় জল সরবরাহ

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ।

২. গ্রাম পুলিশ ও নিরাপত্তাঃ-

নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে কিছু চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগের বিধান রয়েছে। এছাড়া গ্রাম পুলিশেরও ব্যবস্থা আছে।

৩. রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসনঃ-

নিজস্ব দায়িত্ব সম্পাদন ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজন হলে রাজস্ব আদায় ও সাধারন প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করবে। চেয়ারম্যানের কর্তব্য হচ্ছে রাজস্ব আদায়ের রেকর্ড ও তালিকা প্রনয়ন, এলাকায় উৎপাদিত শস্যের উপর জরিপের কাজ সম্পাদন, শস্য পরিদর্শন, ঋন আদায়, অপরাধ দমন ইত্যাদি কাজে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সহায়তা করা। সরকার বা অন্য কোন উপযুক্ত সংস্থা প্রয়োজন হলে কোন বিষয় প্রচারে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করতে পারে।

৪. উন্নয়নঃ-

গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতি,

Dhaka University Institutional Repository

বন, পশু ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিকল্পনা গ্রহন করতে পারে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৩০ ধারা অনুযায়ী (যা নাগরিক দায়িত্বের অর্ন্তভূক্ত) ইউনিয়ন পরিষদকে দু'ধরনের কার্যভার অর্পণ করা হয়েছে। যথা - বাধ্যতামূলক কার্যাবলী এবং ঐচ্ছিক কার্যাবলী।

বাধ্যতামূলক কার্যাবলী

নিম্নের ১০ টি কাজ বাধ্যতামূলকভাবে ইউনিয়ন পরিষদকে অবশ্যই সম্পাদন করতে হবেঃ-

১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে প্রশাসনকে সহায়তা দান-সংক্রান্ত।

২. অপরাধমূলক সকল কার্যকলাপ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও চোরাচালান বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন;

৩. কৃষি, বন, মৎস্য, গবাদি পশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, যোগাযোগ, সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে যা করা প্রয়োজন তা করা।

৪. পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ করা।

৫. স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও তার সদ্ব্যবহার;

৬. সরকারি সম্পত্তি যেমন- সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন প্রভৃতির রক্ষনাবেক্ষন।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল প্রতিষ্টানের উন্নয়ন কর্ম-তৎপরতা পর্যালোচনা করে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের নিকট সুপারিশ উপস্থাপন;

৮. সেনিটারী পায়খানা স্থাপনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি;

৯. জন্ম, মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য রেকর্ডভুক্তকরণ;

১০. সকল প্রকারের শুমারী পরিচালনার দায়িত্ব পালন।

এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত দুটো দায়িত্ব পালন করে থাকে -

ক) সাধারণভাবে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সুষ্ট ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত দায়িত্ব;

খ) সমকালে প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উপর ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব;

ঐচ্ছিক কার্যাবলী ঃ -

১. জনপথ ও রাজপথের ব্যবস্থা ও রক্ষনাবেক্ষন;

২. সরকারি স্থান, উন্মোক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা ও রক্ষনাবেক্ষন;

৩. জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে আলো জ্বালানো;

Dhaka University Institutional Repository

৪. সাধারনভাবে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, বিশেষভাবে জনপথ, রাজপথ ও সরকারি জায়গায় বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ;

৫. কবরস্থান, শ্মশান, জনসাধারনের সভার স্থান ও জনসাধারণের অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনা;

৬. পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা ও তার রক্ষনাবেক্ষন;

৭. জনপথ, রাজপথ, সরকারি স্থান নিয়ন্ত্রন ও অনাধিকার প্রবেশ রোধকরণ;

৮. জনপথ, রাজপথ, সরকারি স্থানে উৎপাত ও তার কারণ বন্ধকরণ;

৯. ইউনিয়নের পরিচ্ছন্নতার জন্য নদী, বন ইত্যাদির তত্ত্বাবধান, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন;

১০. গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

১১. অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকরণ;

১২. মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ;

১৩. পশু জবাই নিয়ন্ত্রন;

১৪. ইউনিয়নের দালান নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণকরণ;

১৫. বিপজ্জনক দালান ও সৌধ নির্মাণ নিয়ন্ত্রকরণ;

১৬. কুয়া, পানি তোলার কল, জলাধার, পুকুর ও পানি সরবরাহের অন্যান্য কাজের ব্যবস্থাকরণ ও সংরক্ষণ;

১৭. খাবার পানির উৎস দূষিতকরণ রোধের জন্য ব্যবস্থা;

Dhaka University Institutional Repository

১৮. জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিকর সন্দেহযুক্ত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ;

১৯. খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর, বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল, কাপড় কাচাঁ বা পশুর গোসল নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রনকরণ;

২০. পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী শন, পাট ও অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ;

২১. আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ;

২২. আবাসিক এলাকার মাটি খনন করে পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণকরন;

২৩. আবাসিক এলাকার ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণকরন;

২৪. গৃহপালিত পশু বা অন্যান্য পশু বিক্রয়ে ইচ্ছুক তালিকা প্রনয়ন;

২৫. মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন;

২৬. জনসাধারণের উৎসব পালন;

২৭. অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় তৎপরতার ব্যবস্থাকরণ;

২৮. বিধবা, এতিম, গরীব এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যকরণ;

২৯. খেলাধুলার উন্নতি সাধন;

৩০. শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন, সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীন শিল্পের উন্নয়ন সাধন ও উৎসাহ দান;

৩১. বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহন;

৩২. পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজ;

৩৩. গবাদি পশুর খোয়াড় নিয়ন্ত্রন ও রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থাকরণ;

৩৪. প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ;

৩৫. গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের ব্যবস্থাকরণ;

৩৬. ইউনিয়ন পরিষদের মত সুদৃশ্য কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ;

৩৭. জেলা প্রশাসকের নির্দেশক্রমে শিক্ষার মান উন্নয়নে সাহায্যকরণ;

৩৮. ইউনিয়নের বাসিন্দাদের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আরাম আয়েশ বা সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী আইন, ১৯৯৭ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রমকে চার ভাগে চিহ্নিত করা হয়েছে -

- ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিক দায়িত্ব
- ইউনিয়ন পরিষদের পুলিশ ও প্রতিরক্ষা দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

- ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব ও সাধারন প্রশাসনিক দায়িত্ব
- ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক দায়িত্ব

ইউপির অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ অন্যান্য কতগুলো গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে, যেমন-

বিচার বিষয়ক কার্যাবলী ঃ-

'গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬' এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে ছোট খাটো বিচার পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এলাকায় বিচার বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদনে পরিষদের চেয়ারম্যান অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি গ্রাম আদালতের প্রধান হিসেবে বিভিন্ন মামলা মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। ফলে জনসাধারন থানা/উপজেলা ও জেলা আদালতে মামলা পরিচালনার বিভিন্ন অসুবিধা হতে রেহাই পান। এছাড়া চেয়ারম্যান ছোট খাটো ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও জমিজমা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

অনির্ধারিত কার্যাবলী ঃ-

অধ্যাদেশে বর্ণিত বিভিন্ন কাজসমূহ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ অন্যান্য কিছু কাজ সম্পাদন করে থাকে, এগুলো হলো ঃ-

১. নাগরিকত্বের সনদপত্র, চারিত্রিক সনদপত্র, উত্তরাধিকারী সনদপত্র, গরু/ছাগল বিক্রয়ের প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি প্রদান;

২. রেশন কার্ড প্রদান;

৩. ডিলার নিয়োগ;

৪. ব্যাংক ঋণ গ্রহনের ব্যাপারে সনাক্তকরণ; এবং

৫. উপজেলা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা সুবিধার জন্য রোগী প্রেরণ ও প্রত্যয়ন পত্র প্রদান।

সামাজিক উন্নয়ন কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক উন্নয়ন কমিটি সংক্রান্ত কিছু কার্যাবলী ও সম্পাদন করে থাকেন যেমন-

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলার ব্যাপারে এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ব করা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা;

২. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা এবং বিশুদ্ধ পানি পানে এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ব করা;

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রতি গ্রামে বিশুদ্ধ পানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য পুকুর চিহ্নিত করা এবং নির্দিষ্ট পুকুরের ব্যবস্থাপনা করা;

৪. জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষন করা এবং ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য প্রেরণ করা;

৫. প্রাথমিক শিক্ষা, সার্বজনীন শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে সরকারী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা;

৬. প্রাথমিক স্কুলগামী শিশুদের স্কুলে প্রেরণের জন্য এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা;

৭. আর্থিক স্বনির্ভরতা আনায়নের লক্ষ্যে গ্রামীন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্টা ও প্রসারে উদ্বুদ্ব করা;

৮. এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্টা, সমবায় সমিতি গঠন, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারনকে উৎসাহিত করা এবং সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সচেতন করা;

নারী ও শিশুদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এলাকাবাসীদের সচেতন করা;

৯. এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষ-নিষ্পত্তি করা;

১০. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান; এবং

১১. সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।' [৩৯]

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ/ মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ-

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য বিধির অধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ মেম্বার/মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। 'তবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যেগে প্রচারিত এক বুকলেট এ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন -

ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- আইন ও বিধি ধারা নির্ধারিত নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ;
- দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন ও অধীনস্থ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান;

---

৩৯. স্থানীয় সরকার কাঠামোতে ইউনিয়ন পরিষদ, খান ফাউন্ডেশন, ঢাকা - ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

- ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল সংরক্ষন ও পরিচালনা;
- ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় নথি পত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সকল প্রকার কর, রেট, ফি সংগ্রহ ও আদায়ের ব্যবস্থা;
- লাইসেন্স ও পারমিট অনুমোদন ও ইস্যু;
- অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী পরিষদের ব্যয় নির্বাহ করা;
- পরিষদের পক্ষে যোগাযোগ রক্ষা, নোটিশ সরবরাহ, মামলা মোকাদ্দমা পরিচালনা বা মামলা দায়ের করা;
- আইনের অধীন সমস্ত অপরাধের আপোষ রক্ষার ব্যবস্থা করা;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কার্য সম্পাদন;

খ) ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মেম্বারদের তথা মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরুপ-

১) সংশ্লিষ্ট এলাকার নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপ নিরোধ, বাল্য বিবাহ রোধসহ বিবাহ বন্ধন নিশ্চিতকরণ এবং এ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নারী ও শিশু কল্যানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন;

Dhaka University Institutional Repository

২) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার আইন-শৃংখলা রক্ষা কমিটি ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন;

৩) ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিগুলোর এক - তৃতীয়াংশের চেয়ারম্যান এবং মোট প্রকল্প কমিটির এক - তৃতীয়াংশ প্রকল্প কমিটির সভাপতি হবেন;

৪) সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবেন;

৫) এছাড়াও গ্রাম সরকার আইন ২০০৩ অনুসারে তার নির্বাচনী এলাকাধীন সকল গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ সংঘঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ আইন শৃংখলা নিশ্চিত করা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদে পেশ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

গ) ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ আসনের মেম্বার তথা সাধারণ আসনে নির্বাচিত পুরুষ কিংবা মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব ঃ-

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তি ও বিভিন্ন পেশাজীবি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ড আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি গঠন ও সভাপতির দায়িত্ব মেম্বারগন পালন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি ওয়ার্ডের অপরাধ, বিশৃঙ্খলা, চোরাচালান দমন, অপরাধমূলক ও বিপদজ্জনক ব্যবস্থা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করবেন;

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার জন্ম, মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক, দুস্থ ও অসহায় বিধবা, এতিম, গরীব প্রতিবন্ধী প্রভৃতি ব্যক্তিগনের নিবন্ধনের জন্য গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে দুটি ফরম পূরণ করার ব্যবস্থা করে এক কপি নিজের কাছে ও অপর কপি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরনের ব্যবস্থা করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার আদমশুমারী সহ সকল ধরনের শুমারী পরিচালনায় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি ও যুব সমাজসহ বিভিন্ন শ্রেনীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পুকুর বা পানি সরবরাহের বিভিন্ন স্থানে শন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভেজানো, আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং বা পাকা করা নিয়ন্ত্রন, আবাসিক এলাকার মাটি খনন করে পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন, ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার অন্যান্য সংস্থার কাজে এবং ইউনিয়ন পরিষদ দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা, আরাম আয়েশ ও

অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানে চেয়ারম্যানকে সহায়তা করবেন;

- সরকার ও ইউনিয়ন কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবেন;
- এছাড়াও গ্রাম সরকার আইন ২০০৩ অনুসারে মেম্বারদের গ্রাম সরকার প্রধান এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং গ্রামের রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি ও আর্থিক বিষয়াদি পর্যালোচনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের মেম্বারদের যৌথ দায়িত্ব ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের পুরুষ ও মহিলা মেম্বারগন যৌথভাবে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন-

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন আয় বর্ধক প্রকল্প/কর্মকান্ডে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে এসকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে সুপারিশ পেশ করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে

জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে এ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালনাধীন প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবেন;

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকায় জনগনের সম্পত্তি যথাঃ- জনপথ, রাজপথ, সরকারী স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান, খেলার মাঠ, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, সভার স্থান, ষ্টেশন, রাস্তা, পুল, সেতু, কালভার্ট, বাধঁ, খাল, বিল, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সংরক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ ও ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকায় খেলাধুলার উন্নয়ন, গ্রন্থাগার, পাঠাগারের ব্যবস্থা ও জাতীয় উৎসব পালনের ব্যবস্থা এবং শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার পরিবেশ সংরক্ষনের ব্যবস্থাপনার জন্য গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ, রাস্তাঘাট, ডোবা-নালা, হাজামজা, পুকুর পরিস্কার, মৃত পশুর দেহ অপসারণ, পশুজবাই ও বিপদজ্জনক ইমারতসহ যত্রতত্র ইমারত নির্মাণ নিয়ন্ত্রন করবেন;

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকায় নিরাপদ পানি ব্যবহারের জন্য কুয়া, নলকুপ, জলাশয়, পুকুর, দীঘি ও পানি সরবরাহের বিভিন্ন উৎস সংরক্ষন ও দূষন রোধের ব্যবস্থা নেবেন;
- ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী (স্ট্যান্ডিং) কমিটিগুলোতে দায়িত্বপালন করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকায় সার্বজনীন প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকায় প্রাথমিক স্কুলগামী শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য এলাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার কর, রেট, ফি ইত্যাদি প্রদানে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং গবাদি পশুর খোয়াড় নিয়ন্ত্রন ও রক্ষনাবেক্ষনে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করবেন'[৪০]

ইউনিয়ন পরিষদের সভাসমূহঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের উপরোক্ত কার্যাবলী সুষ্টভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সভা অনুষ্টিত হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ৩৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের সকল গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্বান্ত নিতে হলে পরিষদের সভায় পেশ করতে হবে এবং সিদ্বান্ত গ্রহন করতে হবে। 'ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণত

---

৪০. গ্রাম উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্টা - ৪-৭।

Dhaka University Institutional Repository

দুধরনের সভা হয়ে থাকে। সাধারন সভা ও বিশেষ সভা। সাধারন সভা প্রতিমাসে ১বার এবং মাসে নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্টিত হবে। এই সভা অনুষ্ঠানের দিন পূর্ব থেকে ধার্য থাকে বিধায় নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ সভা চেয়ারম্যান নিজে কিংবা এক তৃতীয়াংশ সদস্যের দাবীতে আহবান করতে পারে। এ ধরনের সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট নোটিশ পাঠাতে হয়। তবে চেয়ারম্যান নিজে ২৪ ঘন্টার নোটিশে ও এ ধরনের সভা আহবান করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদে বাজেট সংক্রান্ত সভা আহবান করতে হয়। এ ধরনের সভার নোটিশ সভা অনুষ্টানের ১৪ দিন পূর্বে খসড়া বাজেট সহ সদস্যদের নিকট পৌছাতে হয়।

ইউনিয়ন পরিষদে সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন চেয়ারম্যান। তবে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে যে কোন ১ জন কে সভাপতির দায়িত্ব অর্পন করে সভা পরিচালনা করা যায়। প্রতিটি সভায় ইউনিয়ন পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য উপস্থিত না হলে কোরাম পূর্ণ হয়না এবং কোরাম পূর্ণ না হলে সভা মুলতবী রাখতে হয়। মুলতবী সাধারণ সভায় এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে সাধারন সভার কোরাম পূর্ণ হয় এবং সভার সিদ্বান্ত সমূহ সংখ্যা গরিষ্ট ভোট গ্রহন করতে হয়। উভয়দিকে সমান ভোট পড়লে চেয়ারম্যানের কাষ্টিং ভোট প্রদান করে থাকেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

সভাব কার্যবিবরনী সংরক্ষিত বই এ লিপিবদ্ধ করা হয়। লিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ সভা শেষে সদস্যদেরকে পড়ে শুনাতে হয়। সভার কার্যবিবরনীর একটি কপি জনগনের জ্ঞাতার্থে ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে রাখতে হয়। সভার কার্যবিবরনীর অপর একটি কপি সভা অনুষ্টানের ১৪ দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী প্রশাসকের নিকট পাঠাতে হয়।'[৪১]

ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহ ঃ-

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ৩৮ নং ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সুষ্টভাবে সম্পাদন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার জন্য স্ট্যাান্ডিং কমিঠি/অতিরিক্ত স্ট্যান্ডিং কমিঠি গঠন করার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে দেয়া হয়েছে। '১৯৯৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধীত আইনে নিম্নোক্ত ৭টি স্ট্যান্ডিং কমিটির গঠন করার কথা বলা হয়েছে -

১. অর্থ ও সংস্থাপন

২. শিক্ষা,

---

৪১. স্থানীয় সরকার কাঠামোতে ইউনিয়ন পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্টা - ১৩।

৩. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, ব্যাপক মহামারি নিয়ন্ত্রন এবং পয়:প্রনালী।

৪. নিরীক্ষা ও হিসাব।

৫. কৃষি এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

৬. সমাজসেবা এবং কমিউনিটি সেন্টার।

৭. কুটির শিল্প ও সমবায়।' [৪২]

স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত বুকলেট এ 'ইউনিয়ন পরিষদকে প্রথম সভায় অথবা যতশীঘ্র সম্ভব নিম্নোক্ত ১৩টি বিষয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

১) অর্থ ও সংস্থাপন

২) শিক্ষা

৩) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, ব্যাপক মহামারি নিয়ন্ত্রন এবং পয়:প্রনালী।

৪) নিরীক্ষা ও হিসাব।

---

৪২. প্রাগুক্ত, পৃষ্টা - ১৪।

৫) কৃষি এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

৬) সমাজসেবা এবং কমিউনিটি সেন্টার।

৭) কুটির শিল্প ও সমবায়।

৮) নারী ও শিশু কল্যাণ

৯) মৎস্য ও পশু পালন

১০) বৃক্ষরোপন

১১) ইউনিয়ন পূর্ত কর্মসূচী

১২) সার্বিক সাক্ষরতা (গনশিক্ষা)

১৩) পল্লী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাষন।

এছাড়া ও উক্ত বুকলেট ইউনিয়ন পর্যায়ে অন্যান্য কতগুলো কমিটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ-

১. ইউনিয়ন কৃষি কমিটি;

২. ভিজিএফ বরাদ্দের জন্য পরিবার বাছাই, তালিকা প্রণয়ন, কার্ড বিতরণ ও বাস্তবায়ন কমিটি;

৩. ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা নির্বাচন কমিটি;

৪. ইউনিয়ন পর্যায়ে নলকূপের স্থান নির্বাচন কমিটি;

৫. ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

৬. ইউনিয়ন নারী নির্যাতন নিরোধ কমিটি;

৭. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি;

৮. ইউনিয়ন আর্সেনিক মিটিগেশন কমিটি;

Dhaka University Institutional Repository

৯. ইউনিয়ন চোরাচালান নিরোধ কমিটি (সীমান্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য)' [৪৩]

'উপরোক্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি ছাড়াও জেলা প্রশাসকের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় ইউনিয়ন পরিষদ অতিরিক্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করতে পারে। ইউনিয়নের বিভিন্ন কাজ সমাধা করতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় ইউনিয়ন পরিষদে আরও যে সকল কমিটি গঠন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে -

(১) সামাজিক উন্নয়ন কমিটি ঃ-

স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রতিটি ইউনিয়নে যে ৩টি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সেই ৩ টিকে একটি ইউনিট ধরে পরিষদের ৩টি ওয়ার্ডের জন্য একটি করে পাঁচ বছরের জন্য "সামাজিক উন্নয়ন কমিটি" গঠনের জন্য বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ৩ ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য উক্ত কমিটির সভাপতি হবেন এবং ওয়ার্ডের স্থায়ী বসবাসকারী এবং ভোটার তালিকায় নাম আছে এমন পুরুষ ও মহিলাগনের মধ্য থেকে সভাপতি কর্তৃক ৮ জন সদস্য নিযুক্ত হবেন।

(২) ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিঃ-

ইউনিয়নে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে

---

৪৩. গ্রাম উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ, প্রাগুক্ত পৃষ্টা-৮।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে-

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সভাপতি
প্রত্যেক ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বার	সদস্য
ইউনিয়নের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	সদস্য
পরিবার কল্যাণ কর্মী	সদস্য
ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	সদস্য সচিব

উপরোক্ত কমিটি ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদে নিম্নলিখিত কমিটিগুলো গঠন করা হয়।

ইউনিয়ন টেন্ডার কমিটি, ইউনিয়ন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কমিটি, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি, ইউনিয়ন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও সমন্বয় কমিটি, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কমিটি, গ্রামীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কমিটি, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি, ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড, কাবিখা, টিআরসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ইত্যাদি।'[৪৪]

---

৪৪. স্থানীয় সরকার কাঠামোতে ইউনিয়ন পরিষদ, প্রাগুক্ত পৃষ্টা- ১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্পর্কিত বিধানাবলীঃ

স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে সভা পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিধি বিধান পালন করতে হয়।

* 'ইউনিয়ন পরিষদের ৯ জন সাধারণ সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যসহ মোট ১৩ সদস্যের প্রত্যেকেই উল্লিখিত ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটির মধ্যে একটি করে কমিটির সভাপতি হবেন।

* একজন সদস্য ৩টি কমিটিতে সভাপতি বা সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন। একটি কমিটিতে সভাপতি এবং অন্য ২টি কমিটিতে সদস্য হতে পারবেন।

* স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য সংখ্যা সাধারণত মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী হবে না। অর্থ্যাৎ স্ট্যান্ডিং কমিটি ৪ সদস্য বিশিষ্ট হবে।

* স্ট্যান্ডিং কমিটি এক বছর মেয়াদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গঠিত হবে। প্রতি আর্থিক বছরে পরিষদের প্রথম সভায় বা যত দ্রুত সম্ভব পরবর্তী সভায় পরিষদকে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো গঠন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* কমিটির বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ কর্মচারী/ব্যক্তি ইউনিয়নের বাসিন্দা থাকলে তাকে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সবধরনের কমিটিকে নিম্নলিখিত বিধি বিধান অনুসরণ করতে হয়ঃ-

* সরকারের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকলে, মডেল রেগুলেশন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের কোন কমিটির সংখ্যা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হতে পারবেনা। সরকার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

* ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নয়, এমন কোন পুরুষ বা মহিলা যিনি ইউনিয়ন পরিষদের কোন কমিটির কার্য সম্পাদনে বিশেষ যোগ্যতা বহন করেন, ইউনিয়ন পরিষদ তাকে ঐ কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট(সংযোজন) করতে পারবে। এরূপ সদস্যের কমিটির সভায় ভোটাধিকার থাকবেনা।

* কমিটির সদস্যগন তাদের মধ্য থেকে একজনকে কমিটির আহবায়ক বা সভাপতি নিয়োগ করবেন। সরকারও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে কাউকে সভাপতি/আহবায়কের দায়িত্ব অর্পন করতে পারেন।

* কোন ব্যক্তি একই সাথে একের অধিক স্ট্যান্ডিং কমিটি, অতিরিক্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি/ কমিটির আহবায়ক হতে পারবেন

Dhaka University Institutional Repository

না। তবে সরকার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে একজনকে দু'য়ের অধিক কমিটির আহবায়কের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিতে পারেন।

* কোন ব্যক্তি একই সাথে দু'য়ের অধিক কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। তবে সরকার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে কোন সদস্যকে দু'য়ের অধিক কমিটিতে সম্পৃক্ত করতে পারেন।

* ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য ছাড়াও জনগনের মধ্য থেকে গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অর্ন্তভূক্তি নিয়ম রাখা হয়েছে। কমিটিতে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজের গ্রহনযোগ্যতা বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

* কমিটির কোন সদস্য যেখানে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয় জড়িত সেরূপ কোন বিষয় সংক্রান্ত সভায় অংশ গ্রহন করতে পারবেন না।

* কোন সভায় যদি আহবায়ক অনুপস্থিত থাকেন তাহলে কমিটির সদস্যগন তাদের মধ্য থেকে একজনকে সভা পরিচালনার জন্য মনোনীত করবেন।

* ইউপির স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় এক-তৃতীয়াংশের সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

* উল্লেখিত কমিটির কোন সদস্য যদি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তবে তিনি ঐ

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির সদস্য পদ হারাবেন এবং পরিষদ উক্ত শূন্যপদ পূরন করবেন।

* ইউনিয়ন পরিষদ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কমিটিসমূহের কাজ নির্ধারণ করে দিবে এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রদান করবে। প্রত্যেক কমিটি তার কাজের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

* কমিটিসমূহ অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিয়মিত সভায় মিলিত হবেন। কমিটি সুবিধামত যে কোন সময় যে কোন স্থানে সভা করতে পারে।

* কমিটি সিদ্ধান্তসমূহ সংখ্যাগরিষ্ট ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হবে। দু'দিকে ভোট সমান পড়লে আহবায়ক দ্বিতীয়বার কাস্টিং ভোট প্রদান করবেন।

* কমিটি সভার সিদ্ধান্তসহ কার্যবিবরণী সে উদ্দেশ্যে রক্ষিত বইয়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তাতে আহবায়ক সই প্রদান করবেন। কমিটির কার্যবিবরণী ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদন লাভ করতে হবে।

* ইউনিয়ন পরিষদ সচিব বিভিন্ন কমিটির প্রযোজ্য নথিপত্র সংরক্ষন করার দায়িত্ব পালন করবেন।'[৪৫]

---

৪৫. প্রাগুক্ত পৃষ্টা - ১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল গঠন ও আয়ের উৎস সমূহঃ

'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর ৪৩ নং ধারার ১ ও ২ উপ-ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য "ইউনিয়ন তহবিল" নামে একটা তহবিল গঠিত হবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে তহবিল গঠন করা যাবে-

* স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ কার্যকরী হবার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে রক্ষিত অবশিষ্ট অর্থ;

* অধ্যাদেশ মোতাবেক পরিষদ কর্তৃক সকল কর, রেট ফি এবং অন্যান্য আদায় বাবদ অর্থ;

* ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ন্যস্ত অথবা এর ব্যবস্থাধীন সমস্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত ভাড়া বা মুনাফা বাবদ আয়।

* অধ্যাদেশের অধীনে বা অন্য যে কোন সাময়িক আইনের বলে আদায়কৃত অর্থ;

* কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্টান বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত সকল অর্থ;

* ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সকল ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;

* সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সকল অনুদান;

* সকল প্রকার বিনিয়োগ হতে অর্জিত মুনাফাসমূহ;

* সরকার ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে যে সমস্ত আয়ের উৎস নির্ধারণ করে দিবেন সে সকল উৎস হতে আগত অর্থ;

* সরকার কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের এখতিয়ারে ন্যস্ত বিভিন্ন সূত্রে উপার্জিত অর্থ।

ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল সংরক্ষন ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠনঃ-

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ৪৪ দ্বারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে

* ইউনিয়ন তহবিলের সকল টাকাকড়ি কোন সরকারি ট্রেজারিতে অথবা সরকারি কাজ-কর্ম সম্পাদন করে এরূপ ব্যাংকে অথবা সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন পন্থায় জমা রাখতে হবে;

- ইউনিয়ন পরিষদ নিজস্ব পরিকল্পনা ও সরকারী নির্দেশ অনুসারে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি পৃথক তহবিল গঠন করতে এবং নির্ধারিত পন্থায় তা রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন তহবিলের অর্থ ব্যয়ঃ-

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ৪৫ ধারা অনুসারে ইউনিয়ন তহবিলের অর্থ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পন্থায় ব্যয় করা যাবে-

* ইউনিয়ন পরিষদের অফিসার ও কর্মচারীদের বেতন বা ভাতা পরিশোধ;

* অত্র অধ্যাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের ওপর ধার্যকৃত ব্যয় নির্বাহ;

* অত্র অধ্যাদেশের অধীনে সমকালে প্রচলিত দেশের আইনের অধীনে পরিষদের ওপর আরোপিত ব্যয় এবং অন্য কোন দায়দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যয় নির্বাহ;

* জেলা প্রশাসকের পূর্বের মঞ্জুরীকৃত ব্যয় যা ইউনিয়ন তহবিলের ওপর আরোপিত ব্যয় বলে গন্য হবে;

* সরকার কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের ওপর আরোপিত ব্যয় নির্বাহ।

আরোপিত ব্যয়ঃ-

ইউনিয়ন তহবিলের ওপর নিম্নোক্ত ব্যয় আরোপ করা যাবেঃ-

* ইউনিয়ন পরিষদের কাজে নিযুক্ত যে কোন সরকারী কর্মচারীকে দেয়া বা বেতন হিসাবে পরিশোধযোগ্য অর্থ।

* সরকার কর্তৃক নির্দেশিত যে কোন নির্বাচন পরিচালনা হিসাব নিরীক্ষা বাবদ ব্যয় এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত সময়ে অন্য যে কোন ব্যয়;

Dhaka University Institutional Repository

* কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায় অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ; এবং

* সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্য কোন ব্যয়। যেমন পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পে ১০% চাঁদা জমা দেয়া।

* কোন ইউনিয়ন পরিষদ যদি আরোপিত ব্যয় পরিশোধ না করে তাহলে সরকার তহবিল রক্ষণাবেক্ষণকারীর ওপর আরোপিত ব্যয় অর্থ পরিশোধ করার জন্য আদেশ জারী করতে পারবেন অথবা পরিষদের সঞ্চিত অর্থ হতে পরিশোধ করার নির্দেশ জারী করতে পারবেন।

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসঃ-

নিজস্ব উৎসঃ-

১. ঘরবাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর কর অথবা রেট ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য;

২. পেশা, ব্যবসা এবং বৃত্তির উপর কর;

৩. সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, যাত্রা প্রদর্শনী, অন্যান্য আপ্যায়ন এবং এ ধরনের প্রমোদ কর;

৪. পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত লাইসেন্স এবং পারমিটের জন্য ফি;

৫. ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট, বাজার এবং ফেরী হতে ফি (লীজমানি);

৬. এছাড়া আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক পরিপত্র- এর ৩০আর৬/১এম, ১৮/৯৪, তারিখ ২০/০২/৯৭ অনুযায়ী

সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর করের ১% হারে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।

সরকারি অনুদানঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নের একটি গুরত্বপূর্ণ অংশ সরকারি বিভিন্ন অনুদানের উপর নির্ভরশীল। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সরকারি অনুদান দেয়া হয়ঃ-

ক) কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বেতন ভাতাদি

খ) উন্নয়ন খাতে অনুদান

গ) ঘাটতি বাজেট অনুদান

ঘ) খোক বরাদ্দ

ঙ) পল্লী পূর্ত কর্মসূচি অনুদান

চ) প্রকল্প সাহায্যে অনুদান

অন্যান্য উৎসঃ-

উপরে বর্ণিত স্থানীয় উৎসসমূহ এবং সরকারি অনুদানের মাধ্যমে অর্থায়নের পাশাপাশি অন্যান্য কিছু উৎস থেকেও ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়ন হয়ে থাকে। অন্যান্য উৎসগুলোকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেনীবিভাগ করা যায়-

ক) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্টান কর্তৃক প্রদত্ত চাদাঁ

খ) সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত মুনাফা বা ভাড়া

গ) বিনিয়োগ হতে লাভ

ঘ) ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত অর্থ

ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।'[৪৬]

---

৪৬. প্রাগুক্ত পৃষ্টা - ২১, ২২

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত তথ্য থেকে ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যায় । স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ ক্রমশ বিকাশ লাভ করার পাশাপাশি মহিলা মেম্বারদের অংশ গ্রহন তাৎপর্যপূর্ন হয়ে উঠেছে । ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি পর্যালোচনা করলে প্রতিয়মান হয় যে , ইউনিয়ন পরিষদের অনেক গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব মহিলা মেম্বারদের উপর অর্পন করা হয়েছে । বিশেষ করে বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান / সভাপতি / উপদেষ্টা ইত্যাদি কিছু পদবি মহিলা মেম্বারদের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে । উক্ত পদ সমুহে দায়িত্ব লাভ কিংবা দায়িত্ব লাভের পর মহিলা মেম্বারগন কতটুকু ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে তা আলোচ্য গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

পূর্বেই বলা হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা যাচাই করাই প্রস্তাবিত গবেষনার উদ্দেশ্য । ইউনিয়ন পরিষদের উপরোক্ত কর্মকান্ডের পেক্ষিতে মূলত প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে । ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা , পারিবারিক ও সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান , আর্থিক সামর্থ্য , ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে এবং সভায় অংশ গ্রহনের স্বরূপ , এলাকার সালিশি এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহনের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে মহিলা মেম্বারদের অংশগ্রহনের স্বরূপ ঃ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে চেয়ারম্যানের পাশাপাশি মহিলা / পুরুষ মেম্বাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিযদের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং তা বাস্তবায়নের উপরই ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে । কিন্ত আইনগত ভাবে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বাদের উপর যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পন কর' হয়েছে তা তারা সঠিক ভাবে পালন করতে পারছে কিনা ? না পারলে কেন পারছেনা ? উক্ত বিষয়ের উপর অত্র অধ্যায়ে আলোকপাত করা হবে ।

একজন মহিলা মেম্বার ইউনিয়ন পরিষদে তার দায়িত্ব পালন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে কতটুকু সফল হয়েছে তা নির্ভর করে মহিলা মেম্বারদের সামাজিক মর্যদা , শিক্ষাগত যোগ্যতা , পেশা , নিজের ও পরিবারের আর্থিক সার্মথ্য , বুদ্ধিমত্তা , সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর । উপরোক্ত বিষয় গুলো যাচ'ই করার জন্য মানিকগঞ্জ জেলার ৭টি উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের ৩০ জন মহিলা মেম্বার , ১৪ জন পুরুষ মেম্বার এবং ৬ জন চেয়ারম্যান এর মতামত নেয়া হয়েছে । উক্ত মতামত পর্যালোচনা করলে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড তথা স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় মহিলা মেম্বারদের ভূমিকা সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারনা পাওয়া যাবে । নিম্নে উক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল ।

১. মহিলা মেম্বারদের বৈবাহিক অবস্থা ঃ

নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের মধ্যে অধিকাংশই বিবাহিত । সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ৩০ জন মহিলা মেম্বার এর মধ্যে ২৯ জনই বিবাহিত । মাত্র ১ জন অবিবাহিত । বিবাহিতদের মধ্যে ২ জন বিধবা । অতত্রব দেখা যাচ্ছে , অবিবাহিত মহিলারা অধিকাংশই নির্বাচনে প্রতিদদ্ধিতা করেনি কিংবা যারা করেছে তারা ও নির্বাচিত হতে পারেনি । বিষয়টি নিম্নের সারণী এর সাহায্যে দেখানো হল - সারণী -- ১

মহিলা মেম্বারদের বৈবাহিক অবস্থা ঃ

মোট মহিলামেম্বার	বিবাহিত	অবিবাহিত	বিধবা
৩০ জন	২৯ জন ৯৭%	১জন ৩%	২জন ৭ %

উপরোক্ত সারণী থেকে প্রতিয়মান হয় যে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মহিলা মেম্বারদের মধ্যে ৯৭% বিবাহিত এবং ৩%অবিবাহিত।

২.মহিলা মেম্বারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকার বিষয়টি মেম্বারদের সচেতনতার উপর নির্ভর করে । সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ৩০জন মহিলা মহিলা মেম্বারদের মধ্যে ২ জন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেনি । ৬ জন পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে । ১৪ জন ৮ম শ্রেনী থেকে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে । ৩ জন এস, এস, সি পাস করেছে । ১ জন এইচ,এস, সি পাস করেছে । স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছে ১ জন এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছে ১জন। বিষয়টি নিম্নের সারণী এর সাহায্যে দেখানো হল—

সারনী - ২

মহিলা মেম্বারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

মোট মেম্বার	স্নাতকো-ত্তর	স্নাতক	এইচএস সি	এস এস সি	৮ম-১০ম	৫ম শ্রেনী	শিক্ষাবিহীন
৩০ জন	১ জন ৩%	১ জন ৩%	১ জন ৩%	৩ জন ১০%	১৪ জন ৪৭ %	৬ জন ২০%	২ জন ৭%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারনী - ২ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে , গবেষনা এলাকার মহিলা মেম্বারদের প্রায় অর্ধেক মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা লাভ করেনি , যা ইউনিয়ন পরিষদের তথা স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ।

৩. মহিলা মেম্বারদের নিজের এবং স্বামীর পেশা ঃ

গবেষনা এলাকার মহিলা মেম্বারদের পেশা এবং তাদের স্বামীর পেশা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে , সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মহিলা মেম্বারদের মধ্যে ৬৪% গৃহিনী , ২০% চাকুরী জীবি , ১৭% ব্যবসায়ী । অন্যদিকে তাদের স্বামীর পেশা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে , ৪৪% মহিলা মেম্বার এর স্বামী চাকুরী জীবি , ৩৪% মহিলা মেম্বার এর স্বামী ব্যবসায়ী , অবশিষ্ট ২০% মহিলা মেম্বার এর স্বামী কৃষক । বিষয়টি নিম্নের সারণী এর সাহায্যে দেখানো হল -- সারণী – ৩

মহিলা মেম্বারদের পেশা ঃ

মোট মহিলা মেম্বার এর সংখ্যা	গৃহিনী	চাকুরী জীবি	ব্যবসায়ী
৩০ জন	১৯ জন (৬৪ %)	৬ জন (২০%)	৫ জন (১৭%)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী – ৪

মহিলা মেম্বারদের স্বামীর পেশা ঃ

মোট মহিলা মেম্বার এর সংখ্যা	চাকুরী জীবি	ব্যবসায়ী	কৃষি
৩০ জন	১৩ জন (৪৪%)	১০ জন (৩৪%)	৬ জন (২০%)

উপরোক্ত সারণী ৩ ও ৪ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে ,গবেষণা এলাকার বেশিরভাগ মহিলা মেম্বার এর নিজস্ব আয় করার মত কোন পেশা নেই । তারা তাদের স্বামীর উপর নির্ভরশীল । ফলে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় স্বামীর প্রভাব থাকাটা স্বাভাবিক ।

৪. মহিলা মেম্বারদের মাসিক আয় ঃ

গবেষণা এলাকার মহিলা মেম্বারদের স্বামীর আর্থিক সার্মথ্য যাচাই এর পাশাপাশি মহিলা মেম্বারদের ব্যক্তিগত আয় যাচাই করা হয়েছে । তাদের মাসিক আয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে , ৫৭% এর মাসিক আয় ৫০০/= টাকা থেকে ১০০০/= টাকার মধ্যে । ২৭% এর মাসিক আয় ১০০০/= টাকা থেকে ২০০০/= টাকার মধ্যে । ৩% এর মাসিক আয় ৩০০০/= টাকার

Dhaka University Institutional Repository

উর্ধ্বে এবং ৫০০০/= টাকার উর্ধ্বে আয় করেন ১৪% মহিলা মেম্বার । বিষয়টি নিম্নের সারণীতে দেখানো হল---

সারণী – ৫

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মহিলা মেম্বারদের মাসিক আয় ঃ

মোট মহিলা মেম্বার এর সংখ্যা	৫০০-- ১০০০/= টাকার মধ্যে আয়	১০০০-- ২০০০/= টাকার মধ্যে আয়	৩০০০/= টাকার উর্ধ্বে আয়	৫০০০/= টাকার উর্ধ্বে আয়
৩০ জন	১৭জন (৫৭%)	৮ জন (২৭%)	১ জন (৩%)	৪ জন (১৪%)

সারণী - ৫ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মানহয় যে , গবেষণা এলাকার মাত্র ৪ জন মহিলা মেম্বার অর্থাৎ ১৪% মহিলা মেম্বার ৫০০০/= টাকার উর্ধ্বে আয় করেন এবং ৫৭% মহিলা মেম্বার এর আয় ১০০০/= টাকার নিম্নে । উল্লেখ্য যে , নির্বাচিত মহিলা মেম্বারগনের মাসিক ভাতা ৭০০/= টাকা । উক্ত ৭০০/= টাকার মধ্যে ৩৫০/= টাকা পায় সরকারের নিকট থেকে এবং অবশিষ্ঠ ৩৫০/= টাকা ইউনিয়ন পরিষদের আয় থেকে প্রদান করার কথা বলা হলেও অধিকাংশ মহিলা মেম্বার উক্ত ৩৫০/= ভাতা পরিষদ থেকে দেয়া হয় না বলে অভিযোগ করেছেন । এ ব্যাপারে চেয়ারম্যানদের বক্তব্য হচ্ছে , ইউনিয়ন পরিষদের আয়

Dhaka University Institutional Repository

সীমিত হওয়ার কারনে উক্ত ভাতা নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব হয় না ।

৫. মহিলা মেম্বারদের নির্বাচনী ব্যয় এর উৎস ঃ

গবেষণা এলাকার অধিকাংশ মহিলা মেম্বারদের আয় এর নিজস্ব উৎস না থাকার কারনে তাদের নির্বাচনী ব্যয় এর উৎসের বিষয়টি যাচাই করা হয়েছে । মাত্র ২ জন মহিলা মেম্বার জানিয়েছেন তারা তাদের ব্যক্তিগত আয় থেকে নির্বাচনী প্রচার প্রচারনার ব্যয় বহন করেছেন । অবশিষ্ট সকলেই অর্থাৎ ৯৩% মহিলা মেম্বার জানিয়েছেন তারা তাদের স্বামী / সন্তান কিংবা আত্নীয় স্বজন থেকে আর্থিক সাহায্য কিংবা ঋণ নিয়ে নির্বাচনী প্রচার প্রচারনার ব্যয় বহন করেছেন । বিষয়টি নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল -

সারণী - ৬

মহিলা মেম্বারদের নির্বাচনী ব্যয় এর উৎস ঃ

মোট মহিলা মেম্বার এর সংখ্যা	ব্যক্তিগত আয় থেকে নির্বাচনী ব্যয় বহন করেছেন	আত্নীয়স্বজন থেকে সাহায্য / ঋণ নিয়ে ব্যয় বহন করেছেন
৩০ জন	২ জন ৭%	২৮ জন ৯৩ %

Dhaka University Institutional Repository

৬. মহিলা মেম্বারদের স্বেচ্ছায় নির্বাচনে অংশ গ্রহন তথা প্রার্থী হওয়া ঃ

মহিলা মেম্বারদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্তেও কেন নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন কিংবা কার উৎসাহে প্রার্থী হয়েছেন জানতে চাইলে তাদের প্রায় সকলেই অর্থাৎ ৯৩% মহিলা মেম্বার জানিয়েছেন তারা তাদের স্বামীর উৎসাহে / আত্মীয়স্বজনের উৎসাহে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন , অবশিষ্ট ২ জন অর্থাৎ ৭% জানিয়েছেন তারা নিজ উৎসাহে প্রার্থী হয়েছিলেন । বিষয়টি নিন্মের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল -

সারণী -৭

মহিলা মেম্বারদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ঃ

মোট মহিলা মেম্বার এর সংখ্যা	নিজ উৎসাহে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন	স্বামী / আত্মীয়স্বনের উৎসাহে প্রার্থী হয়েছিলেন
৩০ জন	২ জন ৭ %	২৮ জন ৯৩ %

উপরোক্ত সারণী - ৬ ও ৭ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে , নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের অনেকেই স্বেচ্ছায় নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেনি । তা ছাড়া নির্বাচনী প্রচার প্রচারনার ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য ও তাদের ছিল না । ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া কিংবা জয় লাভের জন্য তারা তাদের স্বামী /সন্তান/ আত্মীয়স্বজন

Dhaka University Institutional Repository

এর উপর নির্ভরশীল ছিল । এ নির্ভরশীলতার কারনে তাদের মধ্যে স্বকীয় মনোভাব গড়ে উঠেনি , যা তাদের নির্বাচনোত্তর সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

৭. ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারনা ঃ

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য বিধির অধীনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্ট ভাবে বলা না হলেও স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের উদ্যেগে প্রচারিত এক বুকলেট এ মহিলা মেম্বারদের যে সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে অধিকাংশ মহিলা মেম্বারগন অবগত নয় । গবেষণা এলাকার মহিলা মেম্বারদের মধ্যে ২৭ % তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে মোটেই অবগত নন । অবশিষ্ট ৭৩% যারা অবগত হয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন এন জি ও এর নিকট থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অবগত হয়েছেন । আবার কেউ কেউ অন্যের কাছ থেকে শুনে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদের সরবরাহকৃত স্থানীয় সরকার বিভাগের বুকলেট পড়ে জানতে পেরেছেন । বিষয়টি নিম্নের সারণীর সাহায্য দেখানো হল -

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৮

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / মেম্বারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হওয়া ঃ

মোট মহিলা মেম্বার এর সংখ্যা	দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানেন	দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানেননা
৩০ জন	৮ জন ২৭%	২২জন ৭৩%

সারণী - ৮ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলা মেম্বারদের প্রায় সকলেই নির্বাচনের পূর্বে তাদের দায়িত্ব ,কর্তব্য ও অধিকার সর্ম্পকে অবগত ছিলেন না ।পরবর্তীতে যারা অবগত হয়েছেন তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন এবং নির্বাচিতদের মধ্যে ২৭% এখনো পর্যন্ত তাদের দায়িত ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত নন। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে ।

৮. ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলা মেম্বারদের অংশগ্রহণ ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ড পর্যালোচনার জন্য এবং ইউনিয়নের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহনের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদে সাপ্তাহিক / পাক্ষিক / মাসিক / বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় । এসব সভায় বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ন বিষয়ে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় । গবেষণা এলাকার মহিলা মেম্বারদের মধ্যে ৯০% মেম্বার সভা সমুহে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন । অবশিষ্ট ১০% সদস্য নিয়মিত সভায় অংশ গ্রহন করেন না ।সভায় অংশ গ্রহন না করার পিছনে নিজেদের পারিবারিক কাজ এবং ইউনিয়ন পরিষদের অফিস তাদের বাসা থেকে দূরে হওয়ার বিষয়টিকে মূখ্য কারন হিসেবে দেখিয়েছেন ।বিষয়টি নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী - ৯

ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলা মেম্বারদের অংশ গ্রহন ঃ

মহিলা মেম্বার সংখ্যা	সভায় অংশ গ্রহন করেন	সভায় অংশ গ্রহন করেন করেন না
৩০ জন	২৭ জন (৯০%)	৩ জন (১০%)

ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলা মেম্বারদের উপস্থিতি প্রসঙ্গে পুরুষ মেম্বার এবং চেয়ারম্যানদের মধ্যে ৭০% এর অভিমত হচ্ছে মহিলা মেম্বারগন নিয়মিত উপস্থিত থাকেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৯. ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলা মেম্বারদের মতামত প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় মহিলা মেম্বারদের অংশগ্রহনের বিষয়টি নির্ভর করে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভায় মহিলা মেম্বারগন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে কিনা তার উপর । গবেষণা এলাকার মহিলা মেম্বারদের মধ্যে ৯০% মহিলা মেম্বার ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভায় নিয়মিত অংশ গ্রহন করলেও সভায় মতামত প্রদান করেছেন মাত্র ৩৭% । ৬০% মহিলা মেম্বার তাদের প্রদত্ত মতামতকে পরিষদের সভায় গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন । ৪০% মহিলা মেম্বার জানিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদে তাদের মতামতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় না । এ ছাড়া অধিকাংশ মহিলা মেম্বারগন অভিযোগ করেছেন যে , ইউনিয়ন পরিষদের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তে তাদের স্বাক্ষর নেওয়া হলেও সভায় কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে , তা তাদের জানানো হয় না । এ বিষয়ে পুরুষ মেম্বার এবং চেয়ারম্যানদের মধ্যে ৬৫% বলেছেন পরিষদের সিদ্ধান্তে মহিলা মেম্বারদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয় । বিষয়টি নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল -

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -- ১০

ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলা মেম্বারদের অংশগ্রহন / মতামত প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন ঃ

মোট মহিলা মেম্বার	সভায় মতামত রাখেন	সভায় মতামত রাখেননা	প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলেছেন	প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না বলে
৩০ জন	১৮ জন ৬০%	১২ জন ৪০%	১৮ জন ৬০%	১২ জন ৪০%

তবে স্থানীয় রাজনীতিবিদ এবং গন্যমান্য ব্যক্তিদের অভিমত হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদে যেহেতু পুরুষ মেম্বার এবং চেয়ারম্যান গন সংখ্যাগরিষ্ঠ সেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই সভার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা স্বাভাবিক । মহিলা মেম্বারগন যেহেতু সংখ্যালগিষ্ঠ সেহেতু সভার সিদ্ধান্তে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটে না । এ ছাড়া ৩৭% মহিলা মেম্বার বলেছেন ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে তারা পুরুষ মেম্বার এবং চেয়ারম্যান এর সহযোগিতা পাননি । ১০% পুরুষ মেম্বার / চেয়ারম্যান

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা মেম্বারদের এ অভিযোগ স্বীকার করলেও ৯০% পুরুষ মেম্বার / চেয়ারম্যান এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ।

১০. ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্প বাছাই এবং প্রকল্পে দায়িত্ব পালন ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই এবং তা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রচারিত বুকলেটে বলা হয়েছে যে , ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প সমুহ পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাছাই করা হবে এবং উক্ত প্রকল্প সমুহের এক তৃতীয়াংশ প্রকল্প কমিটির সভাপতি হিসেবে মহিলা মেম্বারগন দায়িত্ব পালন করবেন । গবেষণা এলাকায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় প্রায় ৭০% মহিলা মেম্বার জানিয়েছেন উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই এর ক্ষেত্রে তাদের মতামত নেয়া হয়েছে ।বাকী ৩০% বলেছেন মতামত নেয়া হয়নি । অনুরূপ ভাবে ৭০% মহিলা মেম্বার বিভিন্ন প্রকল্প কমিটির সভাপতি কিংবা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন , এবং বাকী ৩০% কখনো কোন প্রকল্পে দায়িত্ব পালন করেনি । বিষয়টি নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল -

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১১

ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্প বাছাই এবং প্রকল্পে দায়িত্ব পালন ঃ

মোট মহিলা মেম্বার	প্রকল্প বাছাইয়ে মতামত নেয়া হয়েছে	প্রকল্প বাছাইয়ে মতামত নেয়া হয়নি	প্রকল্প কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন	প্রকল্প কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন নাই
৩০ জন	২১ জন ৭০%	৯ জন ৩০%	২১ জন ৭০%	৯ জন ৩০%

১১. বিচার বিষয়ক দায়িত্ব পালন ঃ

গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ - ১৯৭৬ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের উপর বিচার পরিচালনার ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে । ফলে প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠন করা হয়েছে । সাধারনত গ্রাম আদালতের প্রধান হিসেবে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করলেও গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে মহিলা মেম্বার / পুরুষ মেম্বারগন দায়িত্ব পালন করে থাকেন । অনুরূপ ভাবে ইউনিয়নের সালিশী কার্যক্রমে চেয়ারম্যান / পুরুষ মেম্বার / মহিলা মেম্বারগন অংশগ্রহন করে থাকেন । গবেষণা এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় , প্রায় ২৭% মহিলা মেম্বার জানেননা তাদের ইউনিয়নে আদৌ গ্রাম আদালত গঠন করা হয়েছে কিনা ? অনুরূপ ভাবে প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

৭৪% মহিলা মেম্বার গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কিংবা সদস্য হিসেবে কখনো দায়িত্ব পালন করেননি । এ ছাড়া ও প্রায় ৪৪% মহিলা মেম্বার কখনো কোন সালিশী কায়ক্রমে অংশগ্রহন করেন নাই । অংশগ্রহন না করার কারন হিসেবে তারা সালিশ রাতে হওয়ার বিষয় এবং সালিশীতে তাদেরকে না ডেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের স্বামীকে ডাকা হয় বলে অভিমত দিয়েছেন । বিষয়টি নিন্মের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল -

সারণী - ১২

বিচার বিষয়ক দায়িত্ব পালন ঃ

মোট মহিলা মেম্বার	গ্রাম আদালত সম্পর্কে জানেন	গ্রাম আদালত সম্পর্কে জানেননা	গ্রাম আদালতে বিচার করেছেন	গ্রাম আদালতে বিচার করেনি	সালিশী কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন	সালিশী কার্যক্রমে অংশ নেননি
৩০ জন	২২ জন ৭৪%	৮ জন ২৬%	৮ জন ২৬ %	২২ জন ৭৪%	১৭ জন ৫৭%	১৩জন ৪৩%

যারা সালিশী কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই সফল হয়েছেন বলে অভিমত দিয়েছেন ।টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিরোধ , হাঁস মুরগি নিয়ে বিরোধ থেকে শুরু করে যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধ মিমাংসা করতে সক্ষম হয়েছেন। ৫৭% মহিলা মেম্বার জানিয়েছেন তাদের নিকট নারী নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে মহিলারা এসে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন । এসব বিরোধ কেউ কেউ নিজে মিমাংসা করলেও বেশীর ভাগই বিরোধ নিস্পত্তির জন্য চেয়ারম্যান এর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন ।

১২. রাজনীতিতে অংশগ্রহন ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারগন স্থানীয় পর্যায়ের তথা ইউনিয়ন থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহন করছে কিনা ? করে থাকলে তার ধরন কি রূপ তা প্রস্তাবিত গবেষণায় যাচাই করা হয়েছে । গবেষণা এলাকার ৮০% মহিলা মেম্বার নিজ নিজ ইউনিয়ন , উপজেলা , জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের চেনেন । ৫২% মহিলা মেম্বার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী । এদের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তথা বি , এন , পি এর সাথে যুক্ত রয়েছে ৪০% মহিলা মেম্বার , বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত রয়েছে ১১% মহিলা মেম্বার এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সাথে ১% মহিলা মেম্বার যুক্ত রয়েছেন । ৬০% মহিলা মেম্বার নিজ নিজ এলাকার পার্লামেন্ট মেম্বার এবং মন্ত্রীদের নিকট নিজ নিজ এলাকার রাস্তা নির্মাণ ,রাস্তা সংস্কার ,নলকূপ স্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ৪০% মহিলা মেম্বার তাদের দাবী আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন । তাছাড়া ১১% মহিলা মেম্বার নিজ নিজ

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলের পরামর্শে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে মেম্বার পদে প্রার্থী হয়েছিলেন । ২৭% মহিলা মেম্বার নির্বাচনে জয় লাভের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদানের জন্য আমন্ত্রন পেয়েছিলেন , কিন্তু তাদের কেউ রাজনৈতিক দলে যোগদান করেননি । বিষয়টি নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল -০.সারণী - ১৩

মহিলা মেম্বারদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন ঃ

মোট মহিলা মেম্বার	বিভিন্ন দলের সাথে যুক্ত	বি , এন পি	আ ঃ লীগ	জামা - য়াত	স্থানীয় নেতা কর্মীদের চেনেন	এমপি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ	দলীয় পরামর্শে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন
৩০ জন	৫২%	৪০%	১১%	১%	৮০%	৬০%	১১%

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন প্রসঙ্গে স্থানীয় রাজনীতিবিদ এবং গন্যমান্য ব্যক্তিদের অভিমত হচ্ছে মহিলা মেম্বারদের মধ্যে এখনো রাজনৈতিক সচেনতা এখনো গড়ে উঠেনি , ফলে রাজনৈতিক অংশগ্রহনে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ।

১৩. স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক ঃ

স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার সাথে স্থানীয় প্রশাসনের সম্পর্কের বিষয়টি জড়িত রয়েছে । স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক কর্মকর্তা তথা উপজেলা নির্বাহী অফিসার , ডেপুটি কমিশনার , পুলিশ সুপার ইত্যাদি কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সমস্যা সংশ্লিষ্ঠ বিভিন্ন সভায় ৭৭% মহিলা মেম্বার অংশগ্রহন করেছেন এবং এদের মধ্যে ২০% মেম্বার উক্ত সভায় বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছিলেন । তবে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি । বিষয়টি নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল – সারণী - ১৪

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মহিলা মেম্বারদের সম্পর্ক ঃ

মোট মহিলা মেম্বার	স্থানীয় প্রশানের মিটিংয়ে অংশ নিয়েছেন	স্থানীয় প্রশানের মিটিংয়ে মতামত রেখেছেন
৩০ জন	৭৭%	২০%

১৪.সামাজিক উন্নয়নে মহিলা মেম্বারদের ভূমিকা ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বাদের উপর নিজ নিজ ইউনিয়নের শিক্ষা , স্বাস্থ্য , পরিবেশ , আইন শৃংখলা , ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্ব অর্পন করা হয় । গবেষনা এলাকার ৬৪% মহিলা মেম্বার নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য পরিবার পরিকল্পনা , গর্ভকালীন সেবা , শিক্ষা , স্বাস্থ্য , পরিবেশ , ছাগল লালন পালন , বাল্য বিবাহ রোধ , প্রতিবন্ধী ও বিধবাদের সহায়তা , নারী নির্যাতন দমন , ইত্যাদি বিষয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন । ৯৫% মহিলা মেম্বার

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন এলাকার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বিশেষ করে স্কুল কলেজের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে তাদেরকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে এবং উক্ত অনুষ্ঠান সমুহে সকলেই অংশগ্রহন করলেও মাত্র ৪০% মহিলা মেম্বার এ সব অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করতে সম্মত হয়েছিলেন । ৫৫৪৭৭০০

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া মহিলা মেম্বারদের অংশগ্রহন আশানুরূপ নয় । ইউনিয়ন পরিষদের অধিকাংশ মহিলা মেম্বার শিক্ষিত ও সচেতন নয় বিধায় তারা ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় পুরুষ মেম্বার ও চেয়ারম্যানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা মেম্বারদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য মহিলা মেম্বারদেরকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা সম্পর্কে মহিলা মেম্বারগন সচেতন না থাকার কারনে তারা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছে না বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন । আলোচ্য অধ্যায় থেকে ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কর্মকান্ডে এবং সামাজিক উন্নয়নে মহিলা মেম্বারদের ভূমিকা সম্পর্কে মোটামুটি ধারনা পাওয়া গেল । চতুর্থ অধ্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে পরবর্তী অধ্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা মেম্বারদের ভূমিকা:

আলোচ্য গবেষণায় Primary Source তথা ২০০২ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ জেলার ৭টি উপজেলার সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত ৩০ জন মহিলা মেম্বার, ৬ জন চেয়ারম্যান, ১৪ জন পুরুষ মেম্বার এবং ১০ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ মোট ৫০ জনের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার পদ্ধিতিতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে এবং Secondary Source হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যেগে পরিচালিত গবেষণা এবং বিভিন্ন প্রকাশনা গ্রন্থ ও জার্নাল সমুহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের ভূমিকা সম্পর্কে মোটামুটি ধারনা পাওয়া যায় ।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত,

Dhaka University Institutional Repository

'গ্রাম উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ' শীর্ষক বুকলেট থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা মেম্বারগণ বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে আসছে। বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপ নিরোধ, বাল্য বিবাহ রোধ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নারী ও শিশু কল্যানের জন্য মহিলা মেম্বারগণ প্রয়োনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটি গুলোর এক তৃতীয়াংশের চেয়ারম্যান ও এক তৃতীয়াংশ প্রকল্প কমিটির সভাপতি হিসাবে মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব প্রদান করা হলেও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত থেকে প্রতীমান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদে নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে মহিলা মেম্বারদের অজ্ঞতার কারণে এবং পুরুষ মেম্বার / চেয়ারম্যানদের অসহযোগিতার কারণে মহিলা মেম্বারগণ কাঙ্খিত দায়ত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের উপর বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে এবং গ্রাম আদালতের সদস্য হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব পালন করার কথা বলা হলেও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, বেশির ভাগ মহিলা মেম্বার কখনও গ্রাম আদালতের সদস্য হিসাবে

Dhaka University Institutional Repository

বিচারকি দায়িত্ব পালন করেননি। গ্রামের ছোটখাট বিরোধ বিশেষ করে যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধ, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিরোধ সালিশের মাধ্যমে মহিলা মেম্বারগণ মিমাংসা করলেও বেশির ভাগ বিরোধ নিজেরা না করে বরং বিরোধ নিস্পত্তির জন্য চেয়ারম্যান এর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ১৯৯৩ সালের সংশোধিত আইন অনুযায়ী অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, নারী ও শিশু কল্যাণ, মৎস্য ও পশু পালন ইত্যাদি বিষয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে এবং উক্ত কমিটিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন কমিটিতে সভাপতি ও সদস্য হিসাবে মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ইউনিয়নে মহিলা মেম্বারকে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সভাপতি হিসাবে রাখা হয়নি এবং উক্ত বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে মহিলা মেম্বারগণ এ ব্যাপারে কখনও ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ উত্থাপন করেননি, ফলে চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারগণ নিজেদের ইচ্ছেমত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। মহিলা মেম্বারদের সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কমর্মকান্ডের জন্যে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক/ পাক্ষিক/ মাসিক/ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় পারস্পারিক

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ মহিলা মেম্বার এসব সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না। যারা উপস্থিত থাকেন তাদের মতামতকে সংখ্যা গরিষ্টের অজুহাত দেখিয়ে পুরুষ মেম্বারগণ অবজ্ঞা করেন এবং শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান / পুরুষ মেম্বারদের মতামতের ভিত্তিতে সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়েছে।

গবেষণায় এলাকায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে বেশির ভাগ মহিলা মেম্বার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত কিংবা রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। এমনকি নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার, নলকূপ স্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে নিজ নিজ দাবী আদায়ে সফল হয়েছেন। তাছাড়া মহিলা মেম্বারগণ স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যেগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সভায় অংশগ্রহণ করেছেন, তবে ঐসব সভায় উল্লেখযোগ্য মহিলা মেম্বারগণ অংশগহণ করা সত্ত্বেও কোন বক্তব্য কিংবা মতামত প্রদান করেননি।

নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃত্বকালীন সচেতনতা, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা সহ এলাকার

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বেশিরভাগ মহিলা মেম্বার অংশগ্রহণ করেছেন।

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মূলত ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিশেষ করে বিচারকি দায়িত্ব পালন এবং উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড সহ ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কর্মকান্ডে নির্বাচিত মহিলা মেম্বারগণ কতটুকু ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে তা যাচাই করা। অত্র অধ্যায় এর আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা মেম্বারদের অংশগ্রহণ হতাশাবাঞ্জক। এজন্য চেয়ারম্যান / পুরুষ মেম্বারদের অসহযোগিতা যেমন দায়ী তেমনি নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের দায়িত্ব / কর্তব্য এবং ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতাও সমানভাবে দায়ী। গবেষণা এলাকার প্রায় ৯০% নির্বাচিত মহিলা মেম্বার মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেননি, ফলে একথা বলা অসংগত হবে না যে, কাঙ্খিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার কারণে নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে জানার জন্য মহিলা মেম্বারগণ পুরুষ মেম্বারদের উপর নির্ভশীল থাকায় কিংবা নিজ নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে জানার আগ্রহ না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে মহিলা মেম্বারগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতির ক্ষেত্রেও নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের অংশগহণ আশানুরুপ নয়। যদিও গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার অধিকাংশ মহিলা মেম্বার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কর্মী তথাপি এই সমর্থন নিজেদের স্বত:স্ফূর্ত নয় বরং স্বামী কিংবা অভিভাবকদের রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেরা স্ব-স্ব রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেছেন। গ্রামীণ রাজনীতির কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব মূলত এখনও পর্যন্ত পুরুষদের হাতে এবং নির্বাচিত মহিলা মেম্বারগণ এধরণের নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে আশার কথা যে, নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্ঠার কারণে, মহিলা মেম্বারগণ রাজনৈতিক ভাবে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষণার সার্বিক ফলাফল সম্পর্কে অত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায় অত্র গবেষণার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হল-

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আলোচ্য গবেষণার মূল বিষয় ছিল স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা যাচাই করা । এ উদ্দেশ্যে অত্র গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার তাৎপর্য ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে । এই গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহন মূলক মতবাদ এবং রাজনীতি সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে । এই অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন মূলক মতবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের ধারনা প্রদানের পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার উপাদান সমুহ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্বের মডেল এবং রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । সিদ্ধান্ত গ্রহন তত্ত্ব এবং রাজনীতি সম্পকির্ত আলোচনার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিযায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যগনের অংশগ্রহণের স্বরূপ এবং স্থানীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের ধরন কি রূপ হতে পারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ।

আলোচ্য গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের পটভূমি ,ক্ষমতা , কার্যাবলী এবং আইনগত কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । এ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী আলোচনার পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান , পুরুষ মেম্বার ও মহিলা মেম্বারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সভা সমুহের প্রকারভেদ এবং সভা অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া আলোচনার পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটি , উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । উক্ত অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের সভা সমুহে এবং কমিটি সমুহে কি ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় , সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় তথা সার্বিক কর্মকান্ডে এবং স্থানীয় রাজনীতিতে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারদের অংশগ্রহনের প্রকৃতি সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে । এ অধ্যায়ে দেখা গেছে যে , গবেষণা এলাকার মহিলা মেম্বারদের মধ্যে ৯৭% বিবাহিত এবং মাত্র ১০% মহিলা মেম্বার এস এস সি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে । পেশার দিক থেকে ৬৪% এর পেশা হচ্ছে গৃহ কর্ম এবং ৫৭% মহিলা মেম্বার মাসিক এক হাজার টাকার কম 'আয় করেন । এতে প্রতীয়মান হয় যে , মহিলা মেম্বারদের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং আর্থিক ভাবে অসচ্ছল হবার কারনে জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং এ নির্ভরশীলতার কারনে মহিলা মেম্বারগন ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারেনি ।

চতুর্থ অধ্যায় থেকে এটাও প্রতীয়মান হয়েছে যে , মহিলা মেম্বারদের মধ্যে ৭৩% ইউনিয়ন পরিষদে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানেন না । ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভায় ৯০% মহিলা মেম্বার নিয়মিত অংশগ্রহন করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । তাছাড়া সভায় উপস্থিত মহিলা মেম্বারদের মধ্যে মাত্র ৩৭% সভায় বক্তব্য রেখেছেন বলে অভিমত দিলেও ৬০% মহিলা মেম্বার অভিযোগ করেছেন যে , ইউনিয়ন পরিষদের সভায় তাদের প্রদত্ত মতামতকে কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না যদিও চেয়ারম্যান এবং পুরুষ মেম্বারদের মধ্যে ৬৫% তাদের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন । বাস্তবে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোগত কারনেই সংখ্যালগিষ্ঠ মহিলা মেম্বারদের পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব । কেননা ১৩ সদস্য বিশিষ্ঠ ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা মেম্বার রয়েছে মাত্র ৩ জন । চেয়ারম্যান সহ বাকী ১০ জনই সাধারনত পুরুষ, কেননা এসব পদে মহিলাদের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া কঠিন ।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় প্রশাসন তথা জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, আইনশৃংঙ্খলা কমিটি ইত্যাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সমস্যা সংশ্লিষ্ঠ সভা সমুহে গবেষণা এলাকার ৭৭% মহিলা মেম্বার অংশগ্রহন করেছেন, যাদের মধ্যে ২০% মেম্বার এ সব সভায় বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে নিজ নিজ ইউনিয়নের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মআমত তুলে ধরেছিলেন, যদিও তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বলে তারা অভিযোগ করেছেন তথাপি এ বিষয়টি স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় মহিলা মেম্বারদের অংশগ্রহনের একটি ইতিবাচক দিক ।

স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় অংশগ্রহনের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় ইউনিয়ন পরিষদের বিচারকী ক্ষমতার প্রয়োগ । এই গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, গ্রাম আদালত স্থানীয় বিরোধ নিস্পত্তির একটি গুরুত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে পুরুষ মেম্বারের পাশাপাশি মহিলা মেম্বারের দায়িত্ব পালন করার কথা বলা হলেও ৭৪% মহিলা মেম্বার কখনো গ্রাম আদালতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেননি । অনুরূপ ভাবে ছোট খাট বিরোধ নিস্পত্তির জন্য ইউনিয়নে যে সালিশী ব্যবস্থা রয়েছে তাতে ৪৪% মহিলা মেম্বার কখনো অংশগ্রহন করেননি, কারন পক্ষগন সালিশে তাদেরকে বিচারক হিসেবে মনোনীত করেন না এবং

Dhaka University Institutional Repository

সালিশ অনেক সময় রাতে হয় বলে তাদের পক্ষে অংশ গ্রহন করা ও সম্ভব হয় না । তবে গবেষণা এলাকার ৫৭% মহিলা মেম্বার সালিশে অংশ গ্রহন করেছেন এবং সালিশীর মাধ্যমে অনেক বিরোধ মিমাংসায় সক্ষম ও হয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এটাও প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারগন ক্রমশ স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহনে উৎসাহিত হচ্ছে । গবেষণা এলাকার ৮০% মহিলা মেম্বার রাজনৈতিক ভাবে সচেতন এবং তারা তাদের নিজ নিজ ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত নেতাদের চেনেন এবং ৬০% মহিলা মেম্বার নিজ নিজ ইউনিয়নের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে স্থানীয় এম, পি কিংবা মন্ত্রীদের নিকট সরাসরি গিয়েছিলেন এবং এদের মধ্যে ৪০% মহিলা মেম্বার তাদের দাবী আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন । তাছাড়া গবেষণা এলাকার ৫২ % মহিলা মেম্বার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত এবং ১১% মহিলা মেম্বার দলীয় পরামর্শে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন । তবে এ বিষয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অভিমত হচ্ছে, শহর এলাকার ইউনিয়ন সমুহের মহিলা মেম্বারদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হলেও গ্রামাঞ্চলের ইউনিয়ন সমুহের মধ্যে এখনো রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠেনি ।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষণার সার্বিক ফলাফল সংক্ষেপে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তথা ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে নির্বাচিত মহিলা মেম্বারগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না এবং এর কারণ হিসাবে নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের সচেতনতার অভাব ও পুরুষ মেম্বার / চেয়ারম্যানদের অসহযোগিতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিযায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের ভূমিকা আশানুরূপ নয় । ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে মহিলা মেম্বারদের কার্যকর ভুমিকা নিশ্চিত করতে হলে মহিলা মেম্বারদের সচেতন করে তোলার পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে । ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং মেম্বার পদে যাতে শিক্ষিত ও সচেতন মহিলারা এগিয়ে আসে তজ্জন্য এ পদের মর্যাদা বাড়ানো প্রযোজন । সামাজিক ও প্রশাসনিক স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে মেম্বার পদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা যেতে পারে । এলাকার শিক্ষিত ও সচেতন মহিলারা মেম্বার পদে নির্বাচিত

Dhaka University Institutional Repository

হলে ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় তারা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে । তবে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মেম্বারদের জবাবদিহিতা আদায়ের জন্য এবং শিক্ষিত ও সচেতন মহিলাদের নির্বাচিত করার জন্য ইউনিয়নের ভোটারদের সচেতন করা প্রযোজন । আমাদের সমাজে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের বিষয়টি মহিলাগন এখনো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন । তাই মহিলা মেম্বারদের রাজনীতিতে অধিকতর অংশগ্রহনের লক্ষ্যে রাজনীতিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহন করার মানসিকতা গড়ে তোলা প্রযোজন ।

একথা অনস্বীকার্য যে ,গ্রাম উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ । ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর । দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক যেখানে নারী , সেখানে মহিলা মেম্বারদের যোগ্যতা ,দক্ষতা ও সচেতনতা ইউনিয়ন পরিষদকে একটি সফল প্রতিষ্ঠানে পরিনত করতে পারে । এই গবেষণার মাধ্যমে উক্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই গবেষণায় ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক কর্মকান্ডে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সার্বিক অংশগ্রহনের স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অনুরূপ কোন গবেষণা কর্ম অতীতে পরিচালিত হয়নি। এদিক থেকে এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ নূতন ।

স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন, প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্যদের ভূমিকা বিষয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণার প্রযোজন । আগামীতে এ সম্পর্কিত একটি সার্বিক চিত্র পাওয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসন , স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় , ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট এন,জি,ও সমুহের মতামত নেয়া যেতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী
(Bibliography)

Ball, Allan R — 'Modern Politics and Government' London, Macmillan, 1973.

Edward S. Corwin — The President s Office and Powers, Newyork , 1957 .

Easton David — A Frame work for Political Analysis, (Englwood Cliffts: N. J: Prentice Hall) 1965.

Finer. S.E — Comparative Government' Penguin Books, Newyork, 1980.

Herbert G Hicks and c . Ray Gullett , — Organization : Theory and Behaviour, Tokyo , 1975.

James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff Jr. — Contending Theroies of International Relations. Philadhia , 1971 .

Dhaka University Institutional Repository

James A. Robinson and R. Roger Majak , " The Theory of Decision Making" C. Charlesworth ed. Contemporary Political Analysis , Newyork, 1967

James G. March and Simon, Organization, Newyork : 1968.

Lenin,V.9, 'State and Revolution' Bombay, 1944.

Millar, J.D.B., 'Nature of Politics' England, 1969

Marx Karl and Engles, 'The Commusist Manifesto' Hammondsworth, 1967.

Qudir, S.R. and Islam, M. "Women Representatives at the Union Level as Change Agent in Development, Women For Women, Dhaka, 1987.

Snyder, Richard. C. H.W. Bruck and Burtor Spain, eds, Forign Policy Decision Making , Newyork 1963 .

Salahuddin Khaleda, 'Women's Political Participation' Bangladesh, Women For Women, Dhaka- 1995 ..

এম, মোফাজ্জেলুল হক, নিবন্ধ, স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য ইউনিয়ন পরিষদ উইমেন ফর উইমেন,১৯৯৯ ।

গাজী শামসুর রহমান, প্রশাসনিক আইনের ভাষ্য, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ ।

মোজাম্মেল হক, এবং কে, এম, মহিউদ্দীন, ইউনিয়ন পরিষদে নারী: পরিবর্তশীল ধারা, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,২০০০ ।

সৈয়দা রওশন কাদির , স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনঃ সমস্যা সম্ভাবনা, নারী ও রাজনীতি । উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪ ।

সরদার ফজলুল করিম, 'দর্শন কোষ' বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৫

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা, ১৯৯১ ।

খান ফাউন্ডেশন, স্থানীয় সরকার কাঠামোতে ইউনিয়ন পরিষদ, ঢাকা ,২০০৩

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় গ্রাম উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ, ঢাকা , তারিখ বিহীন ।

ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের ভূমিকা ঃ সমস্যা ও সম্ভবনা । ঢাকা , ২০০০ ।

'নারী ও উন্নয়ন' নারী বার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা ১৯৯৬ ।

দৈনিক পত্রিকা ঃ

দৈনিক ইনকিলাব, ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭

দৈনিক প্রথম আলো, ১২ই মে ১৯৯৯

দৈনিক প্রথম আলো, ১৯শে জুলাই ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ক

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বার , পুরুষ মেম্বার , চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের তালিকা ঃ

মহিলা মেম্বার ঃ

ক্রমিক নং	নাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
১.	নুর জাহান	পুটাইল	সদর	মানিকগঞ্জ
২.	জুলেখা বেগম	ঐ	ঐ	ঐ
৩.	লক্ষী আক্তার	ঐ	ঐ	ঐ
৪.	ঈারভীন	বেতিলা মিতরা	ঐ	ঐ
৫.	জাহানারা বেগম	ঐ	ঐ	ঐ
৬.	জাহেরা বেগম	নবগ্রাম	ঐ	ঐ
৭.	নূরজাহান বেগম	ভাড়ারিয়া	ঐ	ঐ
৮.	মনোয়ারা নার্গিস	গোপিনাথ পুর	হরিরামপুর	ঐ
৯.	রেহেনা বেগম	গালা	ঐ	ঐ
১০.	রেবা খানম	বাল্লা	ঐ	ঐ
১১.	ফুলমতি বেগম	কাঞ্চনপুর	ঐ	ঐ
১২.	রাশেদা বেগম	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৩.	নাসরিন আক্তার	বায়রা	সিঙ্গাইর	ঐ
১৪.	রিজিয়া বেগম	ঐ	ঐ	ঐ
১৫.	আসিয়া বেগম	ঐ	ঐ	ঐ
১৬.	বাসন্তী রাণী হালদার	আরুয়া	শিবালয়	ঐ
১৭.	ফিরোজা বেগম	ধানকড়া	সাটুরিয়া	ঐ
১৮.	আনোয়ারা বেগম	ঐ	ঐ	ঐ
১৯.	মনোয়ারা বেগম	রামদিয়া নালী	ঘিওর	ঐ
২০.	আলেয়া হাকীম	ঐ	ঐ	ঐ
২১.	নাজমা আক্তার	পয়লা	ঐ	ঐ
২২.	ফাতেমা রহমান	পয়লা	ঘিওর	মানিকগঞ্জ
২৩.	জাহানারা বেগম	ঐ	ঐ	ঐ
২৪.	হেলেনা আক্তার	সিংজুরী	ঐ	ঐ
২৫.	রোকেয়া মোতালেব	ঐ	ঐ	ঐ
২৬.	খন্দকার আয়েশা আক্তার	ঘিওর	ঐ	ঐ
২৭.	শাহানাজ পারভীন	ঐ	ঐ	ঐ
২৮.	হাসিনা খাতুন	ঐ	ঐ	ঐ
২৯.	হালীমা বেগম	খলসী	দৌলতপুর	ঐ
৩০.	আয়েশা খাতুন	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ মেম্বার ঃ

ক্রমিক নং	নাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
৩১.	আব্দুল হালীম	পুটাইল	সদর	মানিকগঞ্জ
৩২.	আলাউদ্দীন বিশ্বাস	গালা	হরিরামপুর	ঐ
৩৩.	মোঃ শহর আলী	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪.	মোঃ আলাল উদ্দীন	কাঞ্চনপুর	ঐ	ঐ
৩৫.	গোবিন্দ চন্দ্র রায়	বায়রা	সিঙ্গাইর	ঐ
৩৬.	শফিউদ্দীন চুন্নু	ধানকুড়া	সাটুরিয়া	ঐ
৩৭.	মোঃ নাজিমুদ্দীন	সিংজুরী	ঘিওর	ঐ
৩৮.	আলতাব হোসেন	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯.	মোঃ আবুল বাসার	ঐ	ঐ	ঐ
৪০.	মোঃ গুলজার হোসেন	নালী	ঐ	ঐ
৪১.	মোঃ সূর্য মোল্লা	ঐ	ঐ	ঐ
৪২.	স্বপন কুমার সাহা	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩.	আমজাদ হোসেন	ঐ	ঐ	ঐ
৪৪.	মোঃ হানীফ মৃধা	খলসী	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারম্যান ঃ

ক্রমিক নং	ইাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
৪৫.	মোঃ আবদুস সোবাহান	পুটাইল	সদর	মানিকগঞ্জ
৪৬.	আবদুল মতিন মোল্লা	গোপিনাথ পুর	হরিরামপুর	ঐ
৪৭.	মোঃ শফিকুল ইসলাম হাজারী শামীম	বাল্লা	ঐ	ঐ
৪৮.	দেওয়ান মোহাম্মদ আলী বাবুল	বায়রা	সিঙ্গাইর	ঐ
৪৯.	সাইফুর রহমান খান	আরুয়া	শিবালয়	ঐ
৫০.	আবুল কাশেম বিশ্বাস দুদু	রামদিয়া নালী	ঘিওর	ঐ

স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি এবং রাজনীতিবিদ ঃ

ক্রমিক নং	ইাম	পদবী
৫১.	এ, কে এম ফজলুল হক	প্রধান শিক্ষক , জয়মন্টপ উচ্চ বিদ্যালয় , সিংগাইর ।
৫২.	গাজী কামরুল হুদা সেলিম	সাধারন সম্পাদক, মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ ।
৫৩.	এ, কে , এম আবদুর রফিক	প্রধান শিক্ষক , খুলসী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় , ঘিওর ।
৫৪.	এ, কে ফজলুল হক	প্রভাষক , তেরশ্রী ডিগ্রী কলেজ , ঘিওর ।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	জেলা আমীর , জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ , মানিকগঞ্জ জেলা ।
৫৬.	এডভোকেট জামিলুর রশিদ খান	সাবেক যুগ্ম আহবায়ক , বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি , এন , পি) , মানিকগঞ্জ জেলা ।
৫৭.	মোঃ হেফাজুর রহমান খান (বাকু)	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জাতীয় পার্টি , (এরশাদ) মানিকগঞ্জ জেলা ।
৫৮.	মোঃ বিল্লাল হোসেন খান	সহকারী শিক্ষক , কলতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় , ঘিওর ।
৫৯.	মহিউদ্দীন খান	প্রধান শিক্ষক , কলতা অভয়া চরন হাইস্কুল , ঘিওর ।
৬০.	মোঃ সাইদ হোসেন	প্রধান শিক্ষক , কলতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় , ঘিওর ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - খ

নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নের নমুনা ঃ

সাক্ষাতকার প্রদানকারীর নাম.....

বর্তমান ঠিকানা.....

বয়স.....বৎসর.....বিবাহিত/অবিবাহিত/বিধবা

শিক্ষাগত যোগ্যতা.....

পেশা.....মাসিক আয় .....

পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা.....

পিতার পেশা..... মাসিক আয় .....

মাতা শিক্ষাগত যোগ্যতা .....

মাতার পেশা.....মাসিকআয় .....

স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিবাহি হলে).....

স্বামীর পেশা.....মাসিক আয় .....

যে ইউনিয়ন থেকে নির্বাচিত হয়েছে .....

যে সালের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছে .....

যে, যে,ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছেন .....

উপজেলার নাম.....জেলার নাম ঃমানিকগঞ্জ

প্রাপ্ত মোট ভোট.....

প্রতি'দ্ধন্দি প্রার্থীর সংখ্যা.....

নিকটতম প্রতিদ্ধন্দি প্রার্থীর সাথেভোটের ব্যবধান.....

Dhaka University Institutional Repository

(১) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রচার প্রচারনার ক্ষেত্রে আপনি কি কি পদ্ধতি অনুসরন করেছিলেন?

বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোট চাওয়া ☐ চা নাস্তা/ভাত খাওয়ানো ☐ পোষ্টারিং ☐ ব্যানার ☐ লিফলেট ☐ মাইকিং ☐ নির্বাচনী ক্যাম্প/প্যান্ডেল করা ☐ অন্যান্য ☐

(২) নির্বাচনী প্রচার প্রচারনার খরচের অর্থ কিভাবে যুগিয়েছিলেন?

নিজস্ব আয় ☐ ঋণ ☐ পিতা ☐ স্বামী ☐ ভাই ☐ অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ☐

(৩) আপনি কার উৎসাহে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন?

নিজ উৎসাহে ☐ পিতা ☐ স্বামী ☐ ভাই ☐ অন্যান্যআত্মীয় স্বজন ☐ দলীয় পরামর্শে ☐ এনজিওর পরামর্শে ☐

(৪) আপনার পরিবারের কেউ আগে কখনো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান/মেম্বার পদে নির্বাচন করেছিলেন এবং কোন সালে? করে থাকলে বিজয়ী হয়েছিলেন?

Dhaka University Institutional Repository

হ্যা ☐ না ☐, সন ☐. পিতা ☐,

স্বামী ☐, ভাই ☐, অন্যান্য ☐

চেয়ারম্যান/মেম্বার পদে, বিজয়ী ☐ ,পরাজিত ☐

(৫) আপনার বাড়ী থেকে ইউনিয়ন পরিষদের অফিস কতদূর? ইউনিয়ন পরিষদে কিভাবে যান।

কিঃ মিঃ ☐ মাইল ☐ পায়ে হেটে ☐

রিকশায় ☐ গাড়িতে ☐ অন্যান্য ☐

(৬) আপনি দিনে / সপ্তাহে/ মাসে কতবার ইউনিয়ন পরিষদে যান? কেন যান?

দিনে ☐ বার, সপ্তাহে ☐ বার, মাসে ☐ বার

সভা/মিটিং করতে ☐ সালিশ/বিচার করতে ☐

গল্প-গুজব করতে ☐ অন্যান্য ☐

(৭) আপনি মেম্বার নির্বাচিত হওয়ার পর কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা থেকে প্রশিক্ষন পেয়েছিলেন? কোন সংস্থা থেকে, কতদিনের?

হ্যা ☐ না ☐, সন ☐ ..... দিনের

সংস্থার নাম.....

Dhaka University Institutional Repository

(৮) ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারদের কাজ কি, জানেন? জেনে থাকলে কিভাবে জেনেছেন?

জানি ☐ জানিনা ☐ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ও আইন পড়ে ☐ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ☐ অন্যের কাছে শুনে ☐ অন্যান্য ☐

(৯) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের কাজ কি, জানেন? জেনে থাকলে কিভাবে জেনেছেন?

জানি ☐ জানিনা ☐ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ও আইন পড়ে ☐

প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ☐ অন্যের কাছে শুনে ☐

অন্যান্য ☐

(১০) আপনার ইউনিয়ন পরিষদে কি কি সভা হয়? কয়টি সভা হয়? কি বারে হয়?

সাধারন সভা ☐ মাসে ☐ টি বৎসরে ☐ টি বার ☐

বিশেষ সভা ☐ সপ্তাহে ☐ টি মাসে ☐ টি

বৎসরে ☐ টি

বাজেট প্রনয়ন সভা ☐ বৎসরে ☐ টি

স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা ☐ সপ্তাহে ☐ টি মাসে ☐ টি

বৎসরে ☐ টি

Dhaka University Institutional Repository

(১১) ইউনিয়ন পরিষদের সভাগুলো সাধারনত কখন হয়?

দিনে ☐ রাতে ☐

(১২) সভার খবর কিভাবে জানতে পারেন?

লিখিত নোটিশের মাধ্যমে ☐

চৌকিদারের/দফাদারের মাধ্যমে ☐

অন্যের নিকট শুনে ☐ খবর জানানো হয় না ☐

প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয় বিধায় পূর্বেই জানা থাকে। হ্যা ☐ না ☐

(১৩) বিভিন্ন সভায় আপনি কি নিয়মিত উপস্থিত থাকেন?

হ্যা ☐ না ☐

(১৪) সভায় উপস্থিত না হলে কেন উপস্থিত হন না?

রাতে সভা হয় বলে ☐ বাসা থেকে অফিস দূরে বলে ☐

বাসায় কাজ থাকে বলে ☐

স্বামী/পিতা বারন করে বলে ☐ অন্যান্য ☐

(১৫) নিম্নোক্ত কোন্ কোন্ সভায় উপস্থিত ছিলেন? এবং কোন বিষয়ে মতামত বা বক্তব্য দিয়েছিলেন কি? আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছিল কি?

Dhaka University Institutional Repository

সাধারন সভায় উপস্থিতি [হ্যা] [না] বিষয় [ ]

মতামত/বক্তব্য রাখা [হ্যা] [না] সিদ্ধান্ত গ্রহন [হ্যা] [না]

বিশেষ সভায় উপস্থিতি [হ্যা] [না] বিষয় [ ]

মতামত/বক্তব্য রাখা [হ্যা] [না] সিদ্ধান্ত গ্রহন [হ্যা] [না]

বাজেট প্রনয়ন সভায় উপস্থিতি [হ্যা] [না] বিষয় [ ]

মতামত/বক্তব্য রাখা [হ্যা] [না] সিদ্ধান্ত গ্রহন [হ্যা] [না]

স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় উপস্থিতি [হ্যা] [না] বিষয় [ ]

মতামত/বক্তব্য রাখা [হ্যা] [না] সিদ্ধান্ত গ্রহন [হ্যা] [না]

(১৬) সভার সিদ্ধান্ত সমূহ লিখিত /মৌখিক ভাবে নেয়া হয়কি? সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য ভোটের নিয়ম আছে কি? সিদ্ধান্তে আপনার স্বাক্ষর নেয়া হয় কি?

সিদ্ধান্ত গ্রহন-লিখিত- [হ্যা] [না] মৌখিক- [হ্যা] [না]

সিদ্ধান্ত বিষয়ে ভোট গ্রহন [হ্যা] [না]

সিদ্ধান্ত বিষয়ে স্বাক্ষর গ্রহন [হ্যা] [না]

(১৭) নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার ইউনিয়নে কোন কমিটি হয়েছে কি? উক্ত কমিটিতে আপনাকে সভাপতি কিংবা সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে কি?

Dhaka University Institutional Repository

স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ

(১) অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক [হ্য] [না] সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(২) শিক্ষা বিষয়ক [হ্যা] [না] সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(৩)স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারি, নিয়ন্ত্রণ এবং পয়ঃপ্রনালী ।

[হ্যা] [না] সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(৪) নিরিক্ষা ও হিসাব [হ্যা] [না] সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(৫) কৃষি উন্নয়ন মূলক [হ্যা] [না] সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(৬) সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার

[হ্যা] [না] সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(৭) কুটির শিল্প সমবায় [হ্যা] [না] সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(৮) নারী ও শিশু কল্যাণ [হ্যা] [না] সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(৯) মৎস ও পশু পালন [হ্যা] [না] সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

Dhaka University Institutional Repository

(১০) বৃক্ষ রোপন [হ্যা] [না] সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(১১) ইউনিয় পূর্ত কর্মসূচি [হ্যা] [না]

সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(১২) সার্বিক সাক্ষরতা (গণশিক্ষা) [হ্যা] [না]

সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(১৩) অন্যান্য [ ] [হ্যা] [না]

সভাপতি/সদস্য/কোনটি নয়

(১৮) কেউ কেউ বলেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলা সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। চেয়ারম্যান এবং পুরুষ সদস্যরা পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন? এ বক্তব্য কতটুকু সত্য?

সত্য [ ] আংশিক সত্য [ ] মিথ্যা [ ]

(১৯) আপনার ইউনিয়নে বিষয়ভিত্তিক যেমন সেতু, কালভার্ট, রাস্তা নির্মান ইত্যাদি বিষয়ক কোন প্রকল্প কমিটি আছেকি? উক্ত কমিটিতে আপনাকে সভাপতি কিংবা সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে কি? প্রকল্পটি কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে?

(ক) প্রকল্প কমিটি বিষয় [ ]

কমিটির সভাপতি [ ] সদস্য [ ] কোনটি নয় [ ]

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের বাস্তবায়ন- আংশিক ☐ সম্পূর্ন ☐

বাস্তবায়নাধীন ☐

প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার কারন কি?

অর্থের অভাব ☐ চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের

অসহযোগীতা ☐ অন্যান্য ☐

(খ) প্রকল্প কমিটি বিষয় ☐

কমিটির সভাপতি ☐ সদস্য ☐ কোনটি নয় ☐

প্রকল্পের বাস্তবায়ন- আংশিক ☐ সম্পূর্ন ☐

বাস্তবায়নাধীন ☐

প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার কারন কি?

অর্থের অভাব ☐ চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের

অসহযোগীতা ☐ অন্যান্য ☐

(গ) প্রকল্প কমিটি বিষয় ☐

কমিটির সভাপতি ☐ সদস্য ☐ কোনটি নয় ☐

প্রকল্পের বাস্তবায়ন- আংশিক ☐ সম্পূর্ন ☐

বাস্তবায়নাধীন ☐

প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার কারন কি?

অর্থের অভাব ☐ চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের

অসহযোগীতা ☐ অন্যান্য ☐

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) প্রকল্প কমিটি বিষয় [ ]

কমিটির সভাপতি [ ] সদস্য [ ] কোনটি নয় [ ]

প্রকল্পের বাস্তবায়ন- আংশিক [ ] সম্পূর্ন [ ]

বাস্তবায়নাধীন [ ]

প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার কারন কি?

অর্থের অভাব [ ] চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের

অসহযোগীতা [ ] অন্যান্য [ ]

(২০) কেউ কেউ মনে করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পুরুষ মেম্বাররা ইউনিয়নের কর্মকান্ডে মহিলা মেম্বারদের সহযোগিতা করেন না। এ অভিমত কতটুকু সত্য?

সত্য [ ] আংশিক সত্য [ ] মিথ্যা [ ]

(২১) ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হিসেবে বর্তমানে আপনার মাসিক ভাতা ৭০০/= টাকা। আপনি কি মনে করেন এই ভাতা পর্যাপ্ত?

অপর্যাপ্ত [ ] পর্যাপ্ত [ ]

(২২) কেউ কেউ বলে থাকেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের প্রদত্ত ভাতা অপর্যাপ্ত। এ কারনেই মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

মেম্বাররা কাজকর্মে উৎসাহী নন। এ বক্তব্য কতটুকু সত্য?

সত্য ☐ আংশিক সত্য ☐ মিথ্যা ☐

(২৩)বাংলাদেশে কোন কোন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কিংবা মেম্বারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ শুনা যায়।আপনার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কিংবা কোন মেম্বারের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোন অভিযোগ এসেছে কি? যদি এসে থাকে এক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

অভিযোগ এসেছে ☐ অভিযোগ আসেনাই ☐

জানেন না ☐

অভিযোগ তদন্তাধীন ☐ মামলা হয়েছে ☐

জানেন না ☐

(২৪)আপনাদের ইউনিয়নে চেয়ারম্যান কিংবা মেম্বারদের বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ আছে কি?

অভিযোগ আছে ☐ অভিযোগ নাই ☐

অভিযোগ ☐

(২৫)আপনার ইউনিয়নে কোন রাস্তা নির্মান বা সংস্কার/নলকূপের স্থান নির্ধারন/ দুস্থ মহিলা কর্মী নির্বাচন/বয়স্ক ভাতা নির্বাচন কিংবা অনুরুপ কোন কাজ

Dhaka University Institutional Repository

কিভাবে বাছাই/নির্বাচন করা হয়? এসব নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনার মতামত নেয়া হয় কি? উক্ত নির্বাচনের জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয় কি? উক্ত কমিটিতে আপনাকে সদস্য করা হয়েছে কি? হলে আপনি কি ভুমিকা পালন করেছেন?

(ক) ---------টি রাস্তা নির্মান বা সংস্কাররের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্তে ☐ যৌথ সিদ্ধান্তে ☐ মতামত নেয়া হয় ☐ হয় না ☐

কমিটি হয়েছে ☐ হয় নাই ☐

কমিটির সদস্য করা হয় ☐ করা হয় নাই ☐

নিজস্ব ভূমিকা ☐

কমিটির কার্যক্রম ☐

(খ) -------টি নলকুপের স্থাননির্বাচন করা হয়েছিল চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্তে ☐ যৌথ সিদ্ধান্তে ☐

মতামত নেয়া হয় ☐ হয় না ☐

কমিটি হয়েছে ☐ হয় নাই ☐

কমিটির সদস্য করা হয় ☐ করা হয় নাই ☐

আমার ভূমিকা ☐ কমিটির কার্যক্রম ☐

(গ) ----------নির্বাচন করা হয়েছিল চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্তে ☐

Dhaka University Institutional Repository

যৌথ সিদ্ধান্তে [ ] মতামত নেয়া হয় [ ]

হয় না [ ] কমিটি হয়েছে [ ] হয় নাই [ ]

কমিটির সদস্য করা হয় [ ] করা হয় নাই [ ]

আমার ভূমিকা [ ] কমিটির কার্যক্রম [ ]

(ঘ) ----------নির্বাচন করা হয়েছিল চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্তে [ ]

যৌথ সিদ্ধান্তে [ ] মতামত নেয়া হয় [ ]

হয় না [ ] কমিটি হয়েছে [ ] হয় নাই [ ]

কমিটির সদস্য করা হয় [ ] করা হয় নাই [ ]

আমার ভূমিকা [ ] কমিটির কার্যক্রম [ ]

(২৬) আপনার ওয়ার্ডে সামাজিক উন্নয়ন কমিটি/প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটি/নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কিংবা অনুরূপ অন্য কোন কমিটি গঠিত হয়েছে কি? আপনাকে উক্ত কমিটির সভাপতি/সদস্য করা হয়েছে? হলে কমিটির কার্যক্রম কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে? বাস্তবায়ন না হলে কারন কি?

(ক) সামাজিক উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে -[হ্যা]

[না] কমিটির সভাপতি [ ] সদস্য [ ] কোনটি

নয় [ ]

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম বাস্তবায়ন- আংশিক [ ] সম্পূর্ন [ ]

বাস্তবায়নাধীন [ ] কমিটির কার্যক্রম [ ]

বাস্তবায়ন না হবার কারনঃ

অর্থের অভাব [ ] চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের

অসহযোগীতা [ ] অন্যান্য [ ]

(খ) প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটি গঠিত হয়েছে- [হ্যা]

[না]

কমিটির সভাপতি [ ] সদস্য [ ] কোনটি নয় [ ]

কার্যক্রম বাস্তবায়ন- আংশিক [ ] সম্পূর্ন [ ]

বাস্তবায়নাধীন [ ] কমিটির কার্যক্রম [ ]

বাস্তবায়ন না হবার কারনঃ

অর্থের অভাব [ ] চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের

অসহযোগীতা [ ] অন্যান্য [ ]

(গ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি গঠিত

হয়েছে- [হ্যা] [না]

কমিটির সভাপতি [ ] সদস্য [ ] কোনটি নয় [ ]

কার্যক্রম বাস্তবায়ন- আংশিক [ ] সম্পূর্ন [ ]

বাস্তবায়নাধীন [ ] কমিটির কার্যক্রম [ ]

বাস্তবায়ন না হবার কারনঃ

অর্থের অভাব [ ] চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের

অসহযোগীতা [ ] অন্যান্য [ ]

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ---------- বিষয়ক কমিটি গঠিত হয়েছে- হ্যা ☐ না ☐

কমিটির সভাপতি ☐ সদস্য ☐ কোনটি নয় ☐

কার্যক্রম বাস্তবায়ন- আংশিক ☐ সম্পূর্ন ☐

বাস্তবায়নাধীন ☐ কমিটির কার্যক্রম ☐

বাস্তবায়ন না হবার কারনঃ

অর্থের অভাব ☐ চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের অসহযোগীতা ☐ অন্যান্য ☐

(২৭) আপনার ইউনিয়নে কখনো গ্রাম আদালত গঠন করা হয়েছে কি? গ্রাম আদালত কখন বসে? আপনি কি কখনো গ্রাম আদালতের সদস্য/ চেয়ারম্যান ছিলেন? যদি থাকেন আপনি কয়টি মামলার নিষ্পত্তি করেছিলেন?

গ্রাম আদালত- গঠন হয়েছে ☐ হয় নাই ☐

জানেন না ☐

গ্রাম আদালত- দিনে বসে ☐ রাতে বসে ☐

গ্রাম আদালতের-সদস্য/চেয়ারম্যান

ছিলেন ☐ ছিলেন না ☐

নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ☐ টি

Dhaka University Institutional Repository

(২৮)আপনার ইউনিয়নে সালিশ হয় কি? সালিশ কখন হয়? আপনি কি কখনো সালিশ করেছিলেন? যদি করে থাকেন আপনি কয়টি শালিশ করেছিলেন?

সালিশ হয় ☐ হয় না ☐ জানেন না ☐

সালিশ- দিনে বসে ☐ রাতে বসে ☐

সলিশ- -করেছিলেন ☐ কখনো করেন নাই ☐

নিষ্পত্তিকৃত সালিশির সংখ্যা ☐ টি

(২৯) গ্রাম আদালত কিংবা সালিশি কার্যক্রমে আপনি কেন অংশগ্রহন করেন নাই?

সালিশ বিচার করতে জানেন না বলে ☐

সালিশ/বিচার রাতে হয় বলে ☐

পরিবারের নিষেধ আছে বলে ☐

পক্ষগন সালিশ বিচার মানে না বলে ☐

সালিশ/বিচারে ডাকা হয় না বলে ☐ অন্যান্য ☐

(৩০)আপনার ইউনিয়নে/ওয়ার্ডের আইন শৃংখলা রক্ষায় আপনার কোন ভূমিকা আছে কি? কিভাবে ভূমিকা রাখছেন?

হ্যা ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

যেভাবে, (ক) গ্রাম পুলিশকে সহাতা দান ☐ (খ) আইন শৃংখলা কমিটির সদস্য হিসেবে ☐ (গ) অন্যান্য ☐

(৩১) আপনার ইউনিয়নে নারী নির্যাতনের কোন ঘটনা নিয়ে আপনার কাছে কেউ কোন অভিযোগ করেছিল কি? এই অভিযোগ করে থাকলে আপনি কিভাবে এই অভিযোগের নিস্পত্তি করেছিলেন?

হ্যা ☐ না ☐

নিজে নিস্পত্তি করেছি ☐ চেয়ারম্যাননের কাছে পাঠিয়েছি ☐

নারী নির্যাতন কমিটির নিকট পাঠিয়েছি ☐

কিছুই করিনি ☐ অন্যান্য ☐

(৩২) আপনার ইউনিয়নের নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য মেম্বার হিসেবে আপনি কি কোন কাজ করেছেন? করে থাকলে কি কি করেছেন?

হ্যা ☐ না ☐

কাজ (ক)

(খ)

Dhaka University Institutional Repository

(৩৩) আপনি নির্বাচনের পূর্বে আপনার এলাকার ভোটারদের কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? এ সব প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন?

প্রতিশ্রুতি (ক)

(খ)

(গ)

বাস্তবায়ন ☐ সম্পূর্ন ☐ আংশিক ☐

পারিনি ☐

☐ না পারলে কারন ☐

(৩৪) আপনার ইউনিয়নের লোকজন তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসে কি? এসে থাকলে সাধারনত কি ধরনের সমস্যা নিযে আসেন, এসব সমস্যা আপনি কি ভাবে এবং কতটুকু সমাধান করতে পেরেছিলেন?

হ্যা ☐ না ☐

(ক)

(খ)

(গ)

সমাধান-নিজে করেছি ☐ চেয়ারম্যান/পুরুষ সদস্যের নিকট পাঠিয়েছি ☐ অন্যান্য ☐

Dhaka University Institutional Repository

(৩৫) স্থানীয় প্রশাসনের লোকজনের সাথে বিশেষ করে D.C, U.N.O, S.P, O.C, সমাজ সেবা কর্মকর্তা ইত্যাদির কখনো কোন মিটিং করেছিলেন? কি বিষয়ে? কোন মতামত রেখেছিলেন? কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল? মিটিং না করলে কেন করেন নাই?

হ্যা ☐ না ☐

বিষয় ☐ মতামত- হ্যা ☐ না ☐

সিদ্ধান্ত ☐

মিটিং না করার কারন-মিটিং-এ ডাকে না ☐

পরিবারের নিষেধ ☐ অন্যান্য ☐

(৩৬) আপনি কি আপনার এলাকার কারো সমস্যা নিয়ে থানায় গিয়েছিলেন? কি সমস্যা? সমস্যা সমাধান হয়েছিল? না হলে কেন হয়নাই?

হ্যা ☐ না ☐ সমস্যা ☐

সমাধান- হ্যা ☐ না ☐

সমাধান না হবার কারন ☐

(৩৭) দুস্থ মহিলাদের তালিকা তৈরী, R.M.P কাজের মনিটর, V.G.D উপকার ভোগের তালিকা তৈরী, বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিতে, রিলিফ বিতরন কর্মসূচি, বৃদ্ধদের তালিকা

Dhaka University Institutional Repository

তৈরীতে আপনি কি কখনো অংশগ্রহণ করেছেন? করলে কি কি কাজ করেছেন?

হ্যা ☐ না ☐

কাজঃ (ক)

(খ)

(গ)

(ঙ)

(৩৮) নারী সদস্য হিসেবে কাজ করতে যেয়ে আপনি কি কখনো সামাজিক কিংবা ধর্মীয় বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন? হলে কিরূপ বাধা?

হ্যা ☐ না ☐

বাধাঃ (ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(৩৯) আপনার এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের বিষয়বস্তুর বাইরে যে সব অনুষ্ঠানাদি কিংবা সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, সে সব অনুষ্ঠান সমূহে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কি? হলে উক্ত অনুষ্ঠান সমূহে আপনি কি ভূমিকা পালন করেছিলেন?

হ্যা ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকাঃ (ক)

(৪০) আপনার ইউনিয়নের, উপজেলার, জেলা পর্যায়ের কিংবা জাতীয় পর্যায়ের কোন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীকে আপনি চিনেন? চিনে থাকলে তারা কোন্ দল করেন এবং উক্ত দলে তাদের পদবী কি? তাদের কেউ আপনার সাথে যোগাযোগ রাখে? কিভাবে?

চিনি-হ্যা ☐ না ☐

দলঃ- ☐

নেতা ও পদবীঃ- ইউনিয়ন ☐

উপজেলা ☐

জেলা ☐ জাতীয় ☐

যোগাযোগ রাখেঃ-হ্যা ☐ না ☐

কিভাবে ☐

(৪১) আপনি কি কখনো আপনার এলাকার M.P কিংবা মন্ত্রী পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের নিকট কোন দাবী দাওয়া নিয়ে গিয়েছিলেন? গিয়ে থাকলে তার ফলাফল কি হয়েছিল?

হ্যা ☐ না ☐

ফলাফল ☐

Dhaka University Institutional Repository

(৪২) অনেকেই বলে থাকেন নিজ নিজ ইউনিয়নের, উপজেলার, জেলা বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নিজ নিজ দলীয় নেতা কর্মীরা ইউনিয়ন পরিষদে মেম্বার প্রার্থী হওয়ার জন্য মহিলাদের উৎসাহিত করে। এ বক্তব্য কি সত্য? আপনাকে কি কেউ এ ধরনের উৎসাহিত করেছিল?

হ্যা ☐ না ☐

কে উৎসাহিত করেছিল ☐

(৪৩) ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি সচেতন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত রয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। আপনি কি মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারদের রাজনীতি করা উচিৎ?

হ্যা ☐ না ☐

(৪৪) আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত আছেন? থাকলে কোন দলের সাথে এবং কতদিন যাবত সম্পৃক্ত আছেন? কোন পদে?

হ্যা ☐ না ☐

দলের নাম ☐ কতদিন যাবৎ ☐

কোন পদে ☐

Dhaka University Institutional Repository

(৪৫) আপনার স্বামী (বিবাহিত হলে) পিতা, মামা, চাচা, ভাই-বোন, কিংবা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন কেউ আপনার ইউনিয়নে/ উপজেলায়/জেলায়/জাতীয় পর্যায়ে কোন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ন পদে আছেন কি? থাকলে কোন দলে এবং কোন পদে?

হ্যা ☐ না ☐

দলের নাম ☐ সম্পর্ক ☐

কোন পদে ☐

(৪৬) মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর কেউ কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছিল কি? করলে কোন দলে? আপনি কি সম্মতি দিয়েছিলেন?

হ্যা ☐ না ☐

দলের নাম ☐

সম্মতিঃ-হ্যা ☐ না ☐

(৪৭) আপনি কি আগামী নির্বাচনে আবারো প্রার্থী হবেন? না হলে কেন হবেন না?

প্রার্থীঃ-হ্যা ☐ না ☐

না হলে কারন ☐

স্বাক্ষাতকার গ্রহনকারীর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষাতকার প্রদানকারীর

স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট -গ

চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের সাক্ষাতকারের জন্য নির্ধারিত

প্রশ্নের নমুনা ঃ

সাক্ষাতকার প্রদানকারীর নামঃ----------

ঠিকানাঃ----------

যে ইউনিয়ন থেকে চেয়ারম্যান/মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন?---

------উপজেলা----------জেলাঃ মানিকগঞ্জ

যে সালে নির্বাচিত হয়েছেনঃ----------

বয়সঃ---------- শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ----------

(১) সরকার ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য আসনে নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের যে ব্যবস্থা করেছেন তা কি যুক্তি যুক্ত বলে আপনি মনে করেন? কেন মনে করেন?

হ্যা ☐ না ☐

কেন মনে করি

(ক)

(খ)

(গ)

Dhaka University Institutional Repository

(২) আপনার ইউনিয়ন পরিষদে কি কি সভা হয়? কয়টি সভা হয়? কি বারে হয়?

সাধারন সভা [ ] মাসে [টি] বৎসরে [টি]

বার [ ]

বিশেষ সভা [ ] সপ্তাহে [টি] মাসে [টি]

বৎসরে [টি]

বাজেট প্রনয়ন সভা [ ] বৎসরে [টি]

স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা [ ] সপ্তাহে [টি]

মাসে [টি] বৎসরে [টি]

(৩) ইউনিয়ন পরিষদের সভাগুলো সাধারনত কখন হয়?

দিনে [ ] রাতে [ ]

(৪) সভার খবর মেম্বাররা কিভাবে জানতে পারেন?

লিখিত নোটিশের মাধ্যমে [ ] চৌকিদারের/দফাদারের মাধ্যমে [ ]

অন্যের নিকট শুনে [ ] খবর জানানো হয় না [ ]

প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয় বিধায় পূবেই জানা থাকে। হ্যা [ ] না [ ]

(৫) বিভিন্ন সভায় মহিলা মেম্বাররা কি নিয়মিত উপস্থিত থাকেন?

হ্যা [ ] না [ ]

Dhaka University Institutional Repository

(৬) মহিলা মেম্বাররা সভায় উপস্থিত না হলে কেন উপস্থিত হন না?

রাতে সভা হয় বলে ☐ বাসা থেকে অফিস দূরে বলে ☐

বাসায় কাজ থাকে বলে ☐

স্বামী/পিতা বারন করে বলে ☐

অন্যান্য ☐

(৭) নিম্নোক্ত কোন্ কোন্ সভায় মহিলা সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন? এবং কোন বিষয়ে মতামত বা বক্তব্য দিয়েছিলেন কি? তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছিল কি?

সাধারন সভায় উপস্থিতি হ্যা ☐ না ☐ বিষয় ☐

মতামত/বক্তব্য রাখা হ্যা ☐ না ☐ সিদ্ধান্ত গ্রহন হ্যা ☐ না ☐

বিশেষ সভায় উপস্থিতি হ্যা ☐ না ☐ বিষয় ☐

মতামত/বক্তব্য রাখা হ্যা ☐ না ☐ সিদ্ধান্ত গ্রহন হ্যা ☐ না ☐

বাজেট প্রনয়ন সভায় উপস্থিতি হ্যা ☐ না ☐ বিষয় ☐

মতামত/বক্তব্য রাখা হ্যা ☐ না ☐ সিদ্ধান্ত গ্রহন হ্যা ☐ না ☐

স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় উপস্থিতি হ্যা ☐ না ☐ বিষয় ☐

মতামত/বক্তব্য রাখা হ্যা ☐ না ☐ সিদ্ধান্ত গ্রহন হ্যা ☐ না ☐

(৮) সভার সিদ্ধান্ত সমূহ লিখিত /মৌখিক ভাবে নেয়া হয়কি? সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য ভোটের নিয়ম আছে কি?

সিদ্ধান্তে মহিলা সহ উপস্থিত সকলের স্বাক্ষর নেয়া হয় কি?

সিদ্ধান্ত গ্রহন-লিখিত- [হ্যা] [না] মৌখিক- [হ্যা] [না]

সিদ্ধান্ত বিষয়ে ভোট গ্রহন [হ্যা] [না]

সিদ্ধান্ত বিষয়ে স্বাক্ষর গ্রহন [হ্যা] [না]

(৯) নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার ইউনিয়নে কোন কমিটি হয়েছে কি? উক্ত কমিটিতে মহিলা সদস্যদের সভাপতি কিংবা সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে কি?

স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ

(৩) অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক [হ্যা] [না]

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(৪) শিক্ষা বিষয়ক [হ্যা] [না]

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(৩)স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারি, নিয়ন্ত্রণ এবং পয়ঃপ্রনালী।

[হ্যা] [না]

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(৪) নিরিক্ষা ও হিসাব [হ্যা] [না]

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(৫) কৃষি উন্নয়ন মূলক [হ্যা] [না]

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(৬) সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার

হ্যা | না | সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(৭) কুটির শিল্প সমবায় হ্যা | না |

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(৮) নারী ও শিশু কল্যাণ হ্যা | না |

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(৯) মৎস ও পশু পালন হ্যা | না |

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(১০) বৃক্ষ রোপন হ্যা | না |

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(১১)ইউনিয় পূর্ত কর্মসূচি হ্যা | না |

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(১২) সার্বিক সাক্ষরতা (গণশিক্ষা) হ্যা | না |

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই

(১৩) অন্যান্য [ ] হ্যা | না |

সভাপতি/সদস্য/কোনটিই রাখা হয় নাই ।

(১৩) কেউ কেউ বলেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলা সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। চেয়ারম্যান এবং পুরুষ সদস্যরা পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন? এ বক্তব্য কতটুকু সত্য?

সত্য ☐ আংশিক সত্য ☐ মিথ্যা ☐

(১১) আপনার ইউনিয়নে বিষয়ভিত্তিক যেমন সেতু, কালভার্ট, রাস্তা নির্মান ইত্যাদি বিষয়ক কোন প্রকল্প কমিটি আছেকি? উক্ত কমিটিতে মহিলা মেম্বারদের সভাপতি কিংবা সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে কি? প্রকল্পটি কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে?

(ক) প্রকল্প কমিটি বিষয় ☐

কমিটির সভাপতি ☐ সদস্য ☐ কোনটি নয় ☐

প্রকল্পের বাস্তবায়ন- আংশিক ☐ সম্পূর্ন ☐

বাস্তবায়নাধীন ☐

প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার কারন কি?

অর্থের অভাব ☐ চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের অসহযোগীতা ☐ অন্যান্য ☐

(খ) প্রকল্প কমিটি বিষয় ☐

কমিটির সভাপতি ☐ সদস্য ☐ কোনটি নয় ☐

প্রকল্পের বাস্তবায়ন- আংশিক ☐ সম্পূর্ন ☐

বাস্তবায়নাধীন ☐

প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার কারন কি?

অর্থের অভাব ☐ চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের অসহযোগীতা ☐ অন্যান্য ☐

(গ) প্রকল্প কমিটি বিষয় ☐

কমিটির সভাপতি ☐ সদস্য ☐ কোনটি নয় ☐

প্রকল্পের বাস্তবায়ন- আংশিক ☐ সম্পূর্ন ☐

বাস্তবায়নাধীন ☐

প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার কারন কি?

অর্থের অভাব ☐ চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের

অসহযোগীতা ☐ অন্যান্য ☐

(ঙ) প্রকল্প কমিটি বিষয় ☐

কমিটির সভাপতি ☐ সদস্য ☐ কোনটি নয় ☐

প্রকল্পের বাস্তবায়ন- আংশিক ☐ সম্পূর্ন ☐

বাস্তবায়নাধীন ☐

প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার কারন কি?

অর্থের অভাব ☐ চেয়ারম্যান/পুরুষ মেম্বারদের

অসহযোগীতা ☐ অন্যান্য ☐

(১২) কেউ কেউ মনে করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পুরুষ মেম্বাররা ইউনিয়নের কর্মকান্ডে মহিলা মেম্বারদের সহযোগিতা করেন না। এ অভিমত কতটুকু সত্য?

সত্য ☐ আংশিক সত্য ☐ মিথ্যা ☐

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) কোন কোন ইউনিয়নের মহিলা সদস্যরা অভিযোগ করেন যে, ইউনিয়নের সভায় মহিলা সদস্যকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না এবং মহিলা সদস্যরা কোন দাবী দাওয়া উপস্থাপন করলে তা গ্রহনে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা অসহযোগীতা করেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

হ্যা ☐ না ☐

অভিমত

(ক)

(খ)

(১৪) আপনাদের ইউনিয়নে মহিলা মেম্বারদের বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ আছে কি?

অভিযোগ আছে ☐ অভিযোগ নাই ☐

অভিযোগ ☐

(১৫) আপনার ইউনিয়নে কোন রাস্তা নির্মান বা সংস্কার/নলকূপের স্থান নির্ধারন/ দুস্থ মহিলা কর্মী নির্বাচন/বয়স্ক ভাতা নির্বাচন কিংবা অনুরুপ কোন কাজ কিভাবে বাছাই/নির্বাচন করা হয়? এসব নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলা মেম্বারদের মতামত নেয়া হয় কি? উক্ত নির্বাচনের জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয় কি? উক্ত

কমিটিতে মহিলা মেম্বারদের সদস্য করা হয়েছে কি?

হলে কি মহিলা মেম্বারগন ভুমিকা পালন করেছেন?

(ক) ---------টি রাস্তা নির্মান বা সংস্কাররের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্তে ☐

যৌথ সিদ্ধান্তে ☐

মতামত নেয়া হয় ☐ হয় না ☐

কমিটি হয়েছে ☐ হয় নাই ☐

কমিটির সদস্য করা হয় ☐ করা হয় নাই ☐

মহিলামেম্বারদেরভূমিকা-☐

কমিটির কার্যক্রম ☐

(খ) -------টি নলকুপের স্থাননির্বাচন করা হয়েছিল

চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্তে ☐ যৌথ সিদ্ধান্তে ☐

মতামত নেয়া হয় ☐ হয় না ☐

কমিটি হয়েছে ☐ হয় নাই ☐

কমিটির সদস্য করা হয় ☐ করা হয় নাই ☐

মহিলা মেম্বারদের ভূমিকা ☐ কমিটির কার্যক্রম ☐

(গ) ----------নির্বাচন

করা হয়েছিল চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্তে

Dhaka University Institutional Repository

[ ] যৌথ সিদ্ধান্তে [ ] মতামত নেয়া হয় [ ]

হয় না [ ]

কমিটি হয়েছে [ ] হয় নাই [ ]

কমিটির সদস্য করা হয় [ ] করা হয় নাই [ ]

মহিলামেম্বারদেরভূমিকা-[ ]কমিটির কার্যক্রম [ ]

(ঘ) ----------

নির্বাচন করা হয়েছিল চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্তে [ ]

যৌথ সিদ্ধান্তে [ ]

মতামত নেয়া হয় [ ] হয় না [ ]

কমিটি হয়েছে [ ] হয় নাই [ ]

কমিটির সদস্য করা হয় [ ] করা হয় নাই [ ]

মহিলামেম্বারদেরভূমিকা-[ ]কমিটির কার্যক্রম [ ]

(১৬) আপনার ইউনিয়নে/ওয়ার্ডে সামাজিক উন্নয়ন কমিটি/প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটি/নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কিংবা অনুরূপ অন্য কোন কমিটি গঠিত হয়েছে কি? মহিলা মেম্বারদের উক্ত কমিটির সভাপতি/সদস্য করা হয়েছে? হলে কমিটির কার্যক্রম কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে? বাস্তবায়ন না হলে কারন কি?

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সামাজিক উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে -হ্যা

না

কমিটির সভাপতি সদস্য কোনটি নয়

কার্যক্রম বাস্তবায়ন- আংশিক সম্পূর্ন

বাস্তবায়নাধীন কমিটিরকার্যক্রম

বাস্তবায়ন না হবার কারনঃ

অর্থের অভাব চেয়ারম্যান/পুরুষ/মহিলা মেম্বারদের

অসহযোগীতা

অন্যান্য

(খ) প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটি গঠিত হয়েছে- হ্যা

না

কমিটির সভাপতি সদস্য কোনটি নয়

কার্যক্রম বাস্তবায়ন- আংশিক সম্পূর্ন

বাস্তবায়নাধীন কমিটির কার্যক্রম

বাস্তবায়ন না হবার কারনঃ

অর্থের অভাব চেয়ারম্যান/পুরুষ/মহিলা মেম্বারদের

অসহযোগীতা

অন্যন্য

(গ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি গঠিত

হয়েছে- হ্যা না

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির সভাপতি [ ] সদস্য [ ] কোনটি নয় [ ]

কার্যক্রম বাস্তবায়ন- আংশিক [ ] সম্পূর্ন [ ]

বাস্তবায়নাধীন [ ] কমিটির কার্যক্রম [ ]

বাস্তবায়ন না হবার কারনঃ

অর্থের অভাব [ ] চেয়ারম্যান/পুরুষ/মহিলা মেম্বারদের অসহযোগীতা

অন্যন্য [ ]

(ঘ) ----------বিষয়ক কমিটি গঠিত হয়েছে- [হ্যা] [না]

কমিটির সভাপতি [ ] সদস্য [ ] কোনটি নয় [ ]

কার্যক্রম বাস্তবায়ন- আংশিক [ ] সম্পূর্ন [ ]

বাস্তবায়নাধীন [ ]

কমিটির কার্যক্রম [ ]

বাস্তবায়ন না হবার কারনঃ

অর্থের অভাব [ ] চেয়ারম্যান/পুরুষ/মহিলা মেম্বারদের অসহযোগীতা

অন্যন্য [ ]

(১৭) আপনার ইউনিয়নে কখনো গ্রাম আদালত গঠন করা হয়েছে কি? গ্রাম আদালত কখন বসে? মহিলা মেম্বাররা কি কখনো গ্রাম আদালতের সদস্য/ চেয়ারম্যান ছিলেন? যদি থাকেন কয়টি মামলার নিস্পত্তি করেছিল?

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম আদালত- গঠন হয়েছে ☐ হয় নাই ☐

জানেন না ☐

গ্রাম আদালত- দিনে বসে ☐ রাতে বসে ☐

মহিলা মেম্বার গ্রাম আদালতের- সদস্য/চেয়ারম্যান -

ছিলেন ☐ ছিলেন না ☐

নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ☐ টি

(১৮) আপনার ইউনিয়নে সালিশ হয় কি? সালিশ কখন হয়? মহিলা মেম্বাররা কি কখনো আপনার সাথে সালিশ করেছিলেন? যদি করে থাকেন কয়টি শালিশ করেছিলেন?

সালিশ হয় ☐ হয় না ☐ জানেন না ☐

সালিশ- দিনে বসে ☐ রাতে বসে ☐

মহিলা মেম্বাররা সালিশ- -করেছিলেন ☐ কখনো করেন নাই ☐

নিষ্পত্তিকৃত সালিশির সংখ্যা ☐ টি

(১৯) গ্রাম আদালত কিংবা সালিশি কার্যক্রমে মহিলা মেম্বাররা কেন অংশগ্রহন করেন না?

সালিশ বিচার করতে জানেন না বলে ☐

সালিশ/বিচার রাতে হয় বলে ☐ পরিবারের নিষেধ আছে বলে ☐

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের সালিশ বিচার পক্ষগন মানে না বলে ☐

সালিশ/বিচারে মহিলাদের ডাকা হয় না বলে ☐

অন্যান্য ☐

(২০) আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত আছেন। থাকলে কোন দলের সাথে? কোন পদে আছেন?

☐ হ্যা ☐ না

দলের নাম ☐ পদবি ☐

(২১) আপনার ইউনিয়নে যে তিন জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তারা কি স্বেচ্ছোয় নির্বাচন করেছেন। না আত্মীয় স্বজন কিংবা রাজনৈতিক দলের সমর্থন পুষ্ট হয়ে নির্বাচনে আগ্রহী হয়েছেন?

সেচ্ছায় নির্বাচন করেছেন ☐ আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে ☐ ☐ দলের সমর্থনে।

(২২) কেউ কেউ মনে করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের রাজনীতি সচেতন হওয়া উচিত? আপনি কি মনে করেন? আপনার ইউনিয়নে মহিলা সদস্যদের মধ্যে কেউ কি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত আছে? কোন দলের সাথে?কোন পদে?

☐ হ্যা ☐ না মহিলা মেম্বারের নাম ☐

দলের নাম ☐ পদবী ☐

Dhaka University Institutional Repository

(২৩) কেই কেউ অভিযোগ করেন যে, ইউনিয়নে নারী নির্যাতনের ঘটনা চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা সাধারনত স্বামী তথা পুরুষদের পক্ষ অবলম্বন করে ফলে নারী নির্যাতনের সুষ্ঠু বিচার হয় না। কিন্তু নারী সদস্যরা নিরপেক্ষ বিচার করে। এই অভিযোগ কতটুকু গ্রহনযোগ্য?

হ্যা ☐ না ☐

(২৪) কেউ কেউ বলেন যে, তুলনামূলকভাবে মহিলা সদস্যরা পুরুষ সদস্যের চেয়ে কম দূর্নীতি পরায়ন এ কারনে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ড থেকে মহিলাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয় এই অভিযোগ কি সত্য? হ্যা ☐

না ☐

(২৫) ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে ইউনিয়নের জনগনের কল্যানের জন্য মহিলা সদস্যদের কি কি কাজ করা উচিত বলে আপনি মনে করনে?

কাজঃ

(ক)

(খ)

(গ)

স্বাক্ষাতকার গ্রহনকারীর স্বাক্ষর

স্বাক্ষাতকার প্রদানকারীর স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ঘ

স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাতকারের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নের নমুনাঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

বর্তমান ঠিকানা ঃ

স্থায়ী ঠিকানা ঃ

বয়স ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

১। আপনার এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারদের চিনেন কি না ? কতজনের সাথে আপনার পরিচয় আছে ?

২। মহিলা মেম্বার গন ইউনিয়ন পরিষদে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব কতটুকু পালন করছে বলে আপনি মনে করেন ?

৩। ইউনিয়ন পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় মহিলা মেম্বার গন কি রূপ ভূমিকা পালন করছে বলে আপনি মনে করেন ?

Dhaka University Institutional Repository

৪ । মহিলা মেম্বার গন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জয় লাভের জন্য রাজনৈতিক দল গুলোর সমর্থন চায় কিনা ? চেয়ে থাকলে এর ধরন কি রকম ?

৫ । আপনি মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদেও মহিলা মেম্বারদের রাজনীতিতে আসা প্রয়োজন ? আপনার পরিচিত মহিলা মেম্বারদেও মধ্যে কেউ কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক / কর্মী / স্থানীয় নেত্রী আছে কি না ?

৬ । রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কর্মসূচি , আন্দোলন ইত্যাদি কর্মকান্ডে মহিলা মেম্বার গন অংশ গ্রহন করেন কিনা ? করে থাকলে কয়েকটি উদাহরন দিন ?

স্বাক্ষাতকার গ্রহনকারীর স্বাক্ষর

স্বাক্ষাতকার প্রদানকারীর স্বাক্ষর